CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 May, 2024 ■ আগরতলা ১৯ মে ২০২৪ ইং ■ ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এএসআই-এর বিরুদ্ধে তোলা আদায়ের অভিযোগ

ফসল বাজারজাত করতে গিয়ে পুলিশের বাধা

ক্ষুব্ধ কৃষকদের পথ অবরোধে তপ্ত বাইখোড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৮ মে ।। দীর্ঘ দিন যাবৎ উৎপাদিত কৃষিজ ফসল বাজারজাত করতে কৃষকদের বাধাদান করে চলেছে বাইখোড়া থানার এস এস আই চন্দ্রকেতু ত্রিপুরা। পাশাপাশি তাঁর বিরুদ্ধে তোলা আদায়েরও অভিযোগ তুলেছে কৃষকরা। অবশেষে আজ বাধ্য হয়ে বাইখোড়া এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছেন ক্ষুব্ধ কৃষকরা। ওই ঘটনাকে ঘিরে মধ্যে বাইখোড়ায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণুচন্দ্র দাস সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, বাইখোড়া থানার এ এস আই চন্দ্রকেতু ত্রিপুরা প্রতিনিয়ত নানান অজুহাতে নিজের পকেটভারি করার লক্ষ্যে

বাইখোড়ায় প্রতিবাদে কৃষকরা।

লোকজনদের হয়রানি করে থাকে বলে অভিযোগ। চন্দ্রকেতুর বিভিন্ন কাজের ফলে তাঁকে ঋষ্যমুখ থানায় বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো এক কারণে তাঁর বদলি হয় নি। বর্তমানে সে তান্ডব চলছে বাইখোড়া এলাকায়। চন্দ্রকেতুর তান্ডব থেকে ছাড়া পাচ্ছেন না কৃষক থেকে সাধারন লোকজন। শনিবার বাইখোড়া সাপ্তাহিকবাজারে আগত কৃষকরা চন্দ্রকেতুর দ্বারা হেনস্তা হয়ে পথ অবরোধে বসে।

জনৈক কৃষক জানিয়েছেন, তাঁদের উৎপাদিত কৃষিজ ফসল বাজারজাত করার জন্য অটো বা অন্যান্য গাড়ী করে নিয়ে আসার সময় চন্দ্রকেতু সব্জী বাজারে বসে গাড়ী থেকে চাঁদা আদায় করে। বিগত দিনেও এইভাবে চন্দ্রকেতু তান্ডব চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এতে করে যানচালকরা কৃষকদের উৎপাদিক ফসল বাজারে নিয়ে আসতে চায়না। চন্দ্রকেতুর জন্য কৃষকরা সঠিকভাবে উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করতে না পারায় সকলে ক্ষতির সন্মুখিন হচ্ছে। অবশেষে শনিবার কৃষকরা চন্দ্রকেতু ত্রিপুরার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে বাইখোড়ায় জাতীয় সড়ক অবরোধকরে। অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণুচন্দ্র দাস। তিনি কৃষকদের আশস্ত করেন চন্দ্রকেতুর বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করবে।অবশেষে ওসির দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে পথ অবরোধ মুক্ত করলেন কৃষকরা। বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণুচন্দ্র দাস বলেন, এ এস আই চন্দ্রকেতু ত্রিপুরার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতির শোক প্রকাশ

হরিয়ানায় যাত্রীবাহী বাসে আগুনে পুড়ে মৃত্যু ৯ যাত্রী, আহত কুড়ির বেশি

নুহ, ১৮ মে (হি.স.) ।। হরিয়ানায় যাত্রীবোঝাই চলন্ত বাসে আগুন লেগে মৃত্যু হল ৯ জন পুণ্যার্থীর। মৃত ৯ জনের মধ্যে ৬ জন মহিলা। শুক্রবার রাত দেড়টা নাগাদ হরিয়ানার নুহ জেলায় ঘটনাটি ঘটেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে ২৪ জন আহত হয়েছেন। বাসটিতে প্রায় ৬৪ জন যাত্রী ছিলেন। যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই তীর্থযাত্রী। তাঁরা বৃন্দাবন ও মথুরা থেকে ফিরছিলেন। কুন্ডলি-মানেসার-পালওয়াল এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আহতদের নুহ মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি বৃন্দাবন ও মথুরা থেকে তীর্থযাত্রীদের নিয়ে ফিরছিল। মূলত পঞ্জাবের হোশিয়ারপুর, লুধিয়ানা এবং চণ্ডীগড়ের যাত্রীরা ওই বাসে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। নুহের কাছে কুন্ডলি-মানেসার-পালওয়াল এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় বাসটিতে আগুন ধরে যায়। পুড়ে মৃত্যু হয় ৯ জনের। স্থানীয়েরা চলন্ত বাসে আগুন দেখতে পেয়ে সাহায্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.) ।। হরিয়ানার নুহতে বাসে আগুন লেগে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আহতদের দ্রুত সুস্থতার কামনা করেছেন তিনি। শনিবার ভোররাতে হরিয়ানার নুহ জেলার তাউরুর কাছে একটি চলন্ত বাসে আগুন লাগে। অগ্নিকান্ডে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের, এখনও পর্যন্ত আহতের সংখ্যা ১৫-র বেশি।

এই অগ্নিকান্ডে গভীর শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই বাসে যাত্রী সংখ্যা ছিল ৬০-এর বেশি। বাসটিতে করে তীর্থ যাত্রা সেরে মথুরা এবং বৃন্দাবন থেকে ফিরছিলেন যাত্রীরা। সকলেই পঞ্জাবের হোশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানার বাসিন্দা।

বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, আজ সকালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে টিআর০৩১৩৪০ বাসের সাথে টিআর০৭ই৭৩৬০ নম্বরের বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। তাতে বাসের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে বাইক চালক সম্রাট ওরাং (৪০)। তাঁর বাড়ি হরিশনগর চা বাগান এলাকায়। আজ সকাল ১১ টা নাগাদ কাজের উদ্দেশ্যে সে বাইক নিয়ে আগরতলার দিকে কাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। আমতলী থানার অন্তর্গত সূর্যমনিনগর এলাকায় আসতেই উল্টো দিক থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০ দফা দাবি নিয়ে সিপিআইএমের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। কাজ, খাদ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সেচ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সহ দশ দফা দাবিতে সরব হয়েছে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সিপি আইএম কমিটি। এরই প্রতিবাদে কমিটির পক্ষ থেকে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে।

পশ্চিম জেলার সেক্রেটারি রতন দাস বলেন, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষ নানা সমস্যায় ভুগছে। কাজ, খাদ্য, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, সেচ, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদির অভাবে দরিদ্র মানুষের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।তাছাড়া, কিছুদিন আগেও পেট্রোল ডিজেল, সিএনজির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিরোধীদলের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রাজপথে বিজেপির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, চড়িলাম, ১৮ মে ।। বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার, রাজ্যের উন্নয়ন স্তব্ধ করার ন্যক্কারজনক মানসিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে বিজেপি। আজ এরই প্রতিবাদে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের মিছিলটি কৃষ্ণনগর দলীয় কার্যালয়ের সামনে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এদিনেট মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী রতন লাল নাথ, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

এদিন প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র রাজীব ভট্টাচার্য্যে বলেন, রাজ্যের বিরোধীরা জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য বিজেপি সরকারের উপর বিভিন্ন আরোপ আনছে। এরই প্রতিবাদ করতে আজ মাঠে নামা হয়েছে। বিরোধীরা দাবি করছেন রাজ্য জুড়ে কাজ, খাদ্য, বিদ্যুৎ পরিষেবার সমস্যা রয়েছে। কিন্তু বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার

রাজ্যবাসীর জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করে যাচ্ছে। মানুষের সুবিধার্তে সবসময় কাজ করে যাচ্ছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, এই রাজ্যে কখনো পেট্রোল-ডিজেলের সমস্যা দেখা যায় নি। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে রাজ্যে সংকট দেখা দিয়েছিল। তবে দ্রুততার সহিত কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় তা সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিরোধীরা মিথ্যাচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। তারই যোগ্য জবাব দেয়ার জন্য বিজেপির তরফ থেকে ধিক্কার মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি বিরোধীদের অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য অবেধন জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির উন্নয়নমূলক কার্যকলাপকে অপ্রাসঙ্গিক অপপ্রচারের মাধ্যমে স্তব্ধ করার প্রয়াস করছে বিরোধী বাম কংগ্রেস জোট। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে শনিবার সারা রাজ্যের বিভিন্ন মন্ডলের সাথে বিশালগড়

সোনার বিস্কুট সহ ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। আজ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) ৩৬.৬ লক্ষ টাকার ৪টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে ধরা পড়েছে এক পাচারকারীও।

আজ বিএসএফের দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আজ বিএসএফ বিওপি নিশ্চিন্তপুর, ৪২ বিএন বিএসএফ এলাকায় দুই সন্দেহভাজনের দুইজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতে গিয়েছিল। তখন এক ব্যক্তি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

ধৃত ব্যক্তির নাম প্রশান্ত রায় (৩৬)। তার থেকে তল্লাশি চালিয়ে ৪টি সোনার বিস্কুট পাওয়া গিয়েছে। ধাতব বিস্কুট প্রায় ৪৬৬ গ্রাম ওজনের। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ৩৬.৬ লক্ষ টাকা হবে। সে জিজ্ঞাসাবাদে স্বর্ণের আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানে তার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। সে বাংলাদেশের বাসিন্দা ইকবাল নামে একজন চোরাকারবারী কাছে পাচার করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছিল। এদিকে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিকে ধরতে সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চলছে।

নাবালিকা বধূকে গাড়ি থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। এক নাবালিকা গৃহবধূকে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা মেডিকেল পরীক্ষা করতে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময় গাড়ি থেকে নাবালিকাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এক যুবক। পরবর্তী সময়ে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা বিশালগড় থানায় মামলা দায়ের করেছেন।

জানা গিয়েছে, গোমতী জেলার বাগমা এলাকার ১৪ বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে সোনামুড়া রাঙ্গামাটিয়া এলাকার সোহেল হোসেন নামে এক যুবক বিরক্ত করতো। ওই যুবকের কাছ থেকে বাঁচতে নাবালিকা মেয়েটির মা তার ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়েকে বক্সনগর এলাকার এক যুবকের সাথে বিয়ে দেয়। পরে সিপাহীজলা জেলার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা খবর পেয়ে গত বৃহস্পতিবার ওই নাবালিকা গৃহবধূর স্বামীর বাড়িতে যায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেকুছড়ায় উদ্বাস্তু পরিবারগুলোকে উচ্ছেদ করতে ব্যর্থ বনদপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার পানিসাগরের পেকুছড়ায় সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবস্থানকারী অউ পজাতি পরিবারের লোকজনদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার লক্ষ্যে বনদপ্তর ওইসব এলাকায় বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। তাদের সেই প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়ে সেখানেই অবস্থান করছে অউ পজাতি উদ্বাস্তু পরিবারগুলো।

গত শনিবার থেকে পানিসাগর মহকুমাধীন পেকুছড়া ভিলেজের তিন নং ওয়ার্ডের উদ্বাস্তুরা প্রবেশ করেছিল। এক এক করে ৮৩ পরিবার এখানে কাঞ্চনপুরের জয়শ্রী, লালজুরী, বড় হলদি , সুভাষ নগর ও দশদা থেকে প্রবেশ করেছিল। এখন এদের দাবি জোরালো হয়ে উঠেছে। আমরা বাঙালি থেকে শুরু করে কমিউনিস্ট নেতারা এলাকা পরিদর্শন করেন। বনদপ্তরের উচ্চ অধিকার পরিদর্শন করে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করেছেন। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রীর দরবারেও মানবিক আবেদন জানানো হয় এদের জীবন রক্ষার্থে।

বনদপ্তরের পক্ষ থেকে এদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। শনিবার বনদপ্তর থেকে যে বেড়া দেওয়া হয়েছে সেই বেড়া ভেঙ্গে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে পানীয় জল প্রবেশ করানো হলো। এরা সবাই উদ্বাস্তু।বর্তমানে জনসংখ্যা আসা-যাওয়ার মধ্যে রয়েছে। তাই ৭২ টি পরিবার রয়েছে এখনো স্থায়ী ভাবে। শুক্রবার এদের দুই তিনটি তাবুকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে বনদপ্তরের পক্ষ থেকে বলে অভিযোগ করেছে অস্থায়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণে পিতা - পুত্র রক্তাক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। পূর্ব বিরোধের জেরে খোয়াই জেলার কল্যাণপুরের দক্ষিণ ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তি পাড়া গ্রামে সঙ্গবদ্ধ আক্রমণের জেরে পিতা পুত্র রক্তাক্ত হয়েছে। ঘটনার জেরে কল্যাণপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, নিজের কৃষিজমি থেকে কাজ করে বাড়িতে ফিরছিলেন সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বপন সরকারের ছেলে বিষ্ণুপদ সরকার(৩১)। এমন সময় বিষ্ণুপদের উপরে একই পাড়ার বাসিন্দা সুকুমার সরকারের ছেলে প্রদীপ সরকারের নেতৃত্বে সঙ্গবদ্ধ আক্রমণ সংঘটিত হয়। গোটা বিষয় নিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সারমেয়কে বাঁচাতে গিয়ে অটো উল্টে চালকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। সাত সকালে সারমেয়কে বাঁচাতে গিয়ে অটো উল্টে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে চালকের। বিশালগড় গোলাঘাটি এলাকার স্থানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে দয়ারাম পাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থা আশংকাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে। শেষ পর্যন্ত জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মাত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

জানা গিয়েছে, আজ সকালে জীবন চন্দ্র শীল(৩৬) অটো নিয়ে বিশালগড়ের দিকে আসছিলেন। গোলাঘাটি মডার্ন ক্লাবের কাছে আসতেই একটি সারমেয় অটোর সামনে চলে আসে। সেই সারমেয়কে বাঁচাতে হঠাৎ ব্রেক কষে দিয়েছিলেন জীবন। তাতে অটো উল্টে যায়। তিনিও নিচে পড়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গুগলের কোড প্রোগ্রামের পরামর্শদাতা হিসাবে নির্বাচিত রাজ্যের অংশ গোয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে ।। আগরতলার 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন টেকনোলজি'র (আই.আই.আই.টি.) কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বি.টেক. এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র অংশ গোয়েল অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করে মর্যাদাপূর্ণ 'গুগল সামার অফ কোড-২০২৪' (জিএসওসি) প্রোগ্রামের পরামর্শদাতা বা মেন্টর হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন (http-//summerofcode.withgoogle.com/)। আইআইআইটি আগরতলার অধিকর্তা অধ্যাপক অভয় কুমার এনিয়ে জানিয়েছেন, এই জিএসওসি মূলত ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম। এর মধ্য দিয়ে সফল ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা সাধারণত বিশ্ব মানের কর্পোরেট চাকরি পেতে অগ্রাধিকার পায়। তিনি বলেন, এই প্রোগ্রামের আওতায় 'পোস্টম্যান' নামের সংস্থার অধীনে "স্ক্রিপ্ট স্ট্যাবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট ফর অ্যাসিংক এপিআই ওয়েবসাইট" কর্মসূচিতে জিএসওসি-তে অংশগ্রহণকারীদের মেন্টরিং করবেন অংশ গোয়েল। এই ক্ষেত্রে ক্লাউড নেটিভ কম্পিউটিং ফাউন্ডেশনের (সি.এন.সি.এফ.) অধীনে লিনাক্স ফাউন্ডেশন এলএফএক্স মেন্টি হিসাবে অংশ গোয়েলের কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। ওপেন সোর্স প্রকল্পগুলিতে তাঁর পূর্বের অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করেই 'পোস্টম্যান' সংস্থা তাঁকে জিএসওসি-২০২৪-এ পরামর্শ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

এনিয়ে আইআইআইটি-র ছাত্র অংশ গোয়েল জানিয়েছেন, তিনি মে মাস থেকে আগামী ছয় মাসের জন্য এই কর্মসূচির পরামর্শদাতা হয়েছেন। হরিয়ানার স্থায়ী বাসিন্দা এবং আগরতলার আইআইআইটিতে অধ্যয়নরত অংশ গোয়েল আরও জানিয়েছেন, তিনি বর্তমানে লিঙ্কডইনের অধীনে ইন্টার্নশিপ করছেন।

গুগল সামার অফ কোড (জিএসওসি) প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানাতে গিয়ে অধ্যাপক অভয় কুমার বলেন, জিএসওসি হল গুগল এলএলসি'র অর্থানুকূল্যের একটি বার্ষিক প্রোগ্রাম।ওপেন সোর্স সফওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করার আঙিনায় গুগলের এই প্রোগ্রামের বিশেষ অবদান আছে। এজন্য কম্পিউটার সায়েন্স এর ছাত্রছাত্রীরা এই প্রোগ্রামে অংশ নেবার জন্য মুখিয়েই থাকে। জিএসওসি ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ডেভেলপারদেরকে 'ওপেন সোর্স ডেভেলপমেন্টে' সংযুক্ত করে নতুন নতুন উদ্ভাবনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে চলেছে। জিএসওসি-তে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৭০ ◻ সংখ্যা ২১৬◻ ১৯ মে ২০২৪ ইং◻ ৫ জ্যৈষ্ঠ ◻ রবিবার◻১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সংঘাত নয়, সহিষ্ণুতাই ধর্ম

যত মত তত পথ। ইহা সবাই স্বীকার করেন। সেই কারণেই ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃত ধর্মীয় অধিকার ভারতের জনগণ সমানভাবে পালন করিতে সক্ষম হইতেছেন। এই ধারা চিরকাল বহাল থাকিবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর যাহাতে কোন ধরনের আঘাত আসিতে না পারে সেজন্যই ভারতীয় সংবিধানে সকল ধর্মের মানুষের অধিকার স্বীকৃত। এই অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতি ধর্ম বর্ণ রাজনৈতিক নেতা সহ সকলকে সহমর্মিতার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলে কোনদিনই ধর্ম নিয়ে কোন ধরনের সংঘাত ঘটিবে না। সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়া ধর্মীয় বিবাদ ঘটাইবার যে কোন প্রয়াস নিন্দনীয়। সংকীর্ণ চিন্তাধারা বাদ দিয়া দেশ ও দেশবাসীর সার্বিক স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের কথা মাথায় রাখিয়া ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃত ধর্মীয় অধিকারকে রক্ষা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ শাশ্বত সনাতন ধর্মের দেশ। তাহার অমূল্য সম্পদ আধ্যাত্মিকতা। ভারতের এই অধ্যাত্ম-সম্পদ বিশ্বের দরবারে বহন করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন স্বামীজী, এবং অভেদানন্দজী তাহা দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভাষায়"এই দুই বঙ্গবীরের মারফৎ ভারতমাতা দুনিয়ায় রপ্তানি করিয়াছিল রক্ত-মাংসের স্বধর্ম, শক্তিযোগ, দিগ্বিজয়ের সাধনা। বিবেক-অভেদ সেকেলিবাসী ভারতের সওদাগর নন। এই দুই বঙ্গবীর তাজা-রক্ত-মাংসওয়ালা করিৎকর্মা জীবনের ভারতীয় প্রতিনিধি।' তবে ভারতের বেদান্ত-প্রচার পাশ্চাত্যে এখানেই শেষ হইয়া যায়নি। বরং বলা যাইতে পারে, স্বামীজীর মধ্য দিয়ে যে কর্মপ্রবাহের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা অভেদানন্দজীর মাধ্যমে পঁচিশ বৎসর ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া পরিপূর্ণ রূপরেখায় পরিণত হইয়ছিল এবং বর্তমানে সেই কর্মসাফল্যেরই পরিণতিস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচার-সমিতির মধ্য দিয়া কার্যধারা অব্যাহত রহিয়াছে। একথার প্রত্যক্ষ প্রতিবেদক ও রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবীণ প্রচারক-ধারক-বাহক স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ তাঁহার সম্প্রতি পাশ্চাত্য অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকে বলিয়াছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ, পরে অল্পকালের জন্য স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও সুদীর্ঘকাল ধরিয়াষ স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারের ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁহাদের সহকারীরূপে স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ প্রমুখ ছিলেন, এবং পরম্পরাক্রমে আমাদের সন্ন্যাসীরা প্রায় সেই ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন"।

স্বামী অভেদানন্দজী শুধু প্রচারক ছিলেন না; পরন্তু অধ্যাত্মজগতের একচ্ছত্রপতি রাজা ছিলেন। তাঁহার জীবনের সিংহভাগ সময় বেদান্ত-প্রচার কার্যে অতিবাহিত হয় বলিয়াই ত্যাগ-তপস্যার কথা কুসুমাস্তীর্ণ হইয় পড়ে। তিনি যখনই সময় ও সুযোগ পাইয়াছেন তখনই তপস্যায় বেরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের রাজা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বলিয়াছেন: "কালী যখন তাহার বাইরের কাজ কমাইয়া দিবে, তখনই তাহার আধ্যাত্মিক-শক্তির বিকাশ লোকে বুঝিতে পারিবে।" একথা পরবর্তীকালে তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে বেশ আভাষ পাওয়া যায়। তবে তাঁহার বিশাল কর্মপ্রবাহের জন্য তিনি প্রচারক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের মধ্যে স্বহস্তে রামকৃষ্ণ সাহিত্য রচনায় স্বামী সারদানন্দজী যেমনি অসাধারণ, ঠিক তেমনি স্বহস্তে বেদান্ত-সাহিত্য রচনায় স্বামী অভেদানন্দজীও অনন্যসাধারণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলীর মধ্যেও অনেক বেদান্ত-সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজীর মতো অভেদানন্দজীর মধ্যেও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্বশালী আচার্যের আলোক পরিলক্ষিত হয়; এবং সে আলোকে পাশ্চাত্যের বড় বড় বিদ্বান্ ও মহান ব্যক্তিত্বেরা হইয়াছে প্রভাবান্বিত। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, চিত্রকর, সাহিত্যিক, কবি থেকে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁহার বক্তৃতায় হইয়াছে মন্ত্রমুগ্ধ। সুতরাং তাঁহার এ বেদান্ত প্রচার সর্বার্থে সার্থক।

অধীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নন, মমতা ইন্ডি জোটে আছেন : মল্লিকার্জুন খাড়গে

মুম্বই, ১৮ মে (হি.স.): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডি জোটেই আছেন, আশাবাদী কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী সম্পর্কে খাড়গে বলেছেন, 'অধীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নন।' তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ইন্ডি জোটে তাঁর অবস্থান নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। মমতা বলেছিলেন, 'কেন্দ্রে সরকার গঠনের জন্য বাইরে থেকে ইন্ডি জোটকে সমর্থন করবেন'।

এ বিষয়ে কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, 'আমি তাঁকে বিশ্বাস করি না। তিনি জোট ছেড়ে পালিয়ে যান। তিনি বিজেপির দিকেও যেতে পারেনা।' এ বিষয়ে শনিবার মুম্বইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, 'মমতা জি, প্রথমে তিনি বলেছিলেন তাঁরা বাইরে থেকে সমর্থন করবে। সম্প্রতি তিনি বলেছেন, ইন্ডি সরকার গঠিত হলে তিনি সরকারে যোগ দেবেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই, তিনি জোটের সঙ্গে আছেন। অধীর রঞ্জন চৌধুরী সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নন, আমরাই সিদ্ধান্ত নিই, এটা কংগ্রেস পার্টি, হাইকমান্ড, তাই আমরা যে সিদ্ধান্ত নেব তা সঠিক হবে।'

উত্তর প্রদেশের রামপুর হাসপাতালের পুরানো বিল্ডিংয়ে আগুন, শর্টসার্কিট থেকে বিপত্তি

রামপুর, ১৮ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের রামপুরে আগুন লাগল রামপুর হাসপাতালের পুরানো বিল্ডিংয়ে। শর্টসার্কিট থেকেই এই আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার রামপুর হাসপাতালের পুরানো বিল্ডিংয়ে আগুন লাগে, অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে।

জেলা হাসপাতালের সিএমএস ডাঃ আর কে মিত্র বলেছেন, 'যেখানে আগুনে লাগে সেটি একটি অকার্যকর বিল্ডিং ছিল... বিল্ডিংটিতে কিছু প্লাস্টিকের জিনিস অবশিষ্ট ছিল। সম্ভবত শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছিল। মোট ৩টি দমকলের ইঞ্জিন এসে পৌঁছয়। আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে এবং কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।'

শিরোপা জয়ের পরই বরখাস্ত আল্লেগ্রি, তদন্তও শুরু

রোম, ১৮ মে (হি.স.): ইতালিয়ান কাপ জয়ের আনন্দটা সুখকর হল না মাস্সিমিলিয়ানো আল্লেগ্রির। ইতালিয়ান কাপ জেতানোর দুই দিন পরই চাকরি হারালেন তিনি। ফাইনালের সময়ে এবং পরে বাজে আচরণের জন্য অভিজ্ঞ এই কোচকে বরখাস্ত করা হয়েছে। গত বুধবার ফাইনালে আতালান্তাকে এক গোলে হারিয়ে শিরোপা জেতে ইউভেন্তুস। ম্যাচের শেষ দিকে এবং ম্যাচের পর ম্যাচ অফিসিয়াল, ইউভেন্তুসের স্টাফ এবং একটি সংবাদপত্রের পরিচালকের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন আল্লেগ্রি।

রবীন্দ্রনাথ যেন রাম, রামায়ণ ও রামরাজত্ব নিয়ে আমাদের মনের কথাই বলেছেন !

স্বপনকুমার মণ্ডল

কারও মূল্যায়ন করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উঠে আসে। তাঁর মতাদর্শে বাঙালিরাই শুধু নয়, অবাঙালিরাও শ্রদ্ধাশীল। সবার কথা শোনার পর রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে কী বলছেন, বা রবীন্দ্রনাথের মতামত দিয়ে নিজের অভিমত গড়ে তোলার সচেতন প্রয়াস পক্ষে- বিপক্ষের সবার মধ্যেই লক্ষ করা যায়। সেখানে তাঁর একাধিপত্য বিস্ময়কর। সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের অবিসংবাদিত ভূমিকা প্রশ্নহীন আনুগত্যে মেনে নেওয়ার মধ্যেই তাঁর জীবনদর্শন ও আদর্শ সাহিত্যের পরিসর ছেড়ে সমাজের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেই চলেছে। সেদিক থেকে তাঁর মনীষী ব্যক্তিত্ব তাঁর মৃত্যুর পরে ক্রমশ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হতে শুরু করে। একালে যখন "জয় শ্রীরাম" ধ্বনিতে রামরাজত্ব প্রতিষ্ঠা নিয়ে চর্চার অবকাশ আপনাতেই মুখর হয়ে উঠেছে, স্বাভাবিকভাবেই তাতে স্বকীয় মত প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা উঠে আসে। শুধু তাই নয়, তাঁর মূল্যায়নই সেখানে প্রাধান্য লাভ করে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে রাম ও রামায়ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায়। তাতে অনেকের তাঁকে রামভক্ত মনে হতে পারে। অথচ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যক্ত করলেও শ্রীরামচন্দ্রের অন্ধ ভক্ত ছিলেন না। সর্বগুণধর শ্রীরামচন্দ্রের মূল্যায়নেও তাঁর শ্রদ্ধাবোধে অন্ধত্ব নেই, বরং যুক্তির আলোর পরশেই তাঁর অসাধারণত্ববোধ প্রতীয়মান। শুধু তাই নয়, রামরাজত্ব নিয়েও তাঁর লক্ষ্যভেদী সমালোচনা বেরিয়ে এসেছে। সেখানে তাঁর প্রশংসা যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, সমালোচনাও সম্বিত ফিরিয়ে দেয়। মহাকাব্যের রূপকের মধ্যেও সমাজ বাস্তবতার পরিচয়কে একালের আলোতেও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ। নিছক ভক্তির পরাকাষ্ঠায়, রাম ও রামায়ণ তাঁর কাছে মানবিক আবেদনে নতুন যুগের বার্তাবাহী। সেদিকে একবার দৃষ্টি দিলেই বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের মন ও মননে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে। তাঁর সৃষ্টিকর্মের মধ্যে ক্রমশ সেই প্রভাবের ছায়া নানা রূপে কায়া বিস্তার করে। সেক্ষেত্রে ভারতের জীবনচেতনা ও দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের মানবিক গুণের সর্বোত্তম প্রকাশ থেকে রামায়ণের অতুলনীয় প্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিতেও সেই রামচন্দ্রের পরিচয় ক্রমশ প্রসারিত হয়। বাল্মীকি, রাম, রামায়ণ ও রামরাজত্বের বিস্তার তাঁর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় ক্রমশ ফুল-ফলে, শাখা প্রশাখায় বিকশিত হয়েছে। এভাবেই "বাল্মীকিপ্রতিভা" (১৮৮১) গীতিনাট্যে, "পঞ্চভূত" (১৮৯৭), "আত্মশক্তি" (১৯০৫), "প্রাচীন সাহিত্য" (১৯০৭), "পরিচয়" (১৯১৬), "সাহিত্যের পথে" (১৯৩৬) বিচিত্র প্রকৃতির প্রবন্ধ গ্রন্থে, "জাভাযাত্রীর পত্র" (১৯২৯) ভ্রমণ সাহিত্যে বা "কাহিনী" (১৯০০) কাব্যে নানাভাবে রাম-রামায়ণের কথা উঠে এসেছে। সেখানে যেমন রবীন্দ্রনাথের সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ নিবিড় হয়ে উঠেছে, তেমনই তাঁর বিরূপ মনোভাবও সংগুপ্ত থাকেনি। রাম চরিত্রের সূর্যদীপ্ত আলোর মধ্যেও গ্রহণের ছায়াও অত্যন্ত প্রকট। বিশেষ করে শূদ্র হয়ে তপস্যা করার অপরাধে শম্বুককে বধদণ্ড প্রদান ও অগ্নিপরীক্ষার পরেও সীতার বনবাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ভাবিয়ে তুলেছিল। এজন্য বিষয় দুটি তাঁর লেখায় নানাভাবে উঠে এসেছে। শুধু তাই নয়, আকারে প্রকারে তিনি যে রামচন্দ্রের এই দুটি বিষয় যে মেনে নিতে পারেননি, তা তাঁর বক্তব্য থেকে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। দীনেশচন্দ্র সেনের "রামায়ণী কথা" বইটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে "প্রাচীন সাহিত্য"র সূচনা প্রবন্ধ "রামায়ণ"-এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ রাম ও রামায়ণের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সর্বগুণান্বিত পুরুষোত্তম রামের অতুলনীয় মহামানবের পরিচয়কে তিনি নিবিড় করে তুলেছেন সেখানে। শুধু তাই নয়, দীনেশচন্দ্র সেন ভক্তের মতো রামায়ণের কথাকে যেভাবে আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যায় তুলে ধরেছেন, তার প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থনেও রবীন্দ্রনাথের রামায়ণের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি লক্ষণীয়। সেখানে যথার্থ সমালোচনাকে পূজা ও সমালোচককে পুজারি বলেছেন তিনি। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই রামায়ণের প্রতি তাঁর পুজাকে সবচেয়ে বেশি তন্নিষ্ঠ করে তুলেছেন। আর্য-অনার্যের ঐক্য গড়ে তুলতে শ্রীরামচন্দ্রের সমাজবিপ্লবীর ভূমিকাই শুধু নয়, রামায়ণের মধ্যে ভারত থেকে ভারতের মধ্যে রামায়ণের বিস্তৃতিবোধ তাঁর মূল্যায়নে অধিক গুরুত্ব লাভ করে। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে ভারতের "পরিপূর্ণ মানবের আদর্শচরিত" হিসেবে শ্রীরামচন্দ্রের চারিত্রিক মাহাত্ম্য সুদীর্ঘকাল ধরে যে প্রবহমান, সে কথাও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। অথচ সেই আদর্শ চরিত্রের প্রতি তাঁর ভক্তি অভাব না থাকলেও তিনি যে অন্ধভক্তির শিকার হয়ে ওঠেননি, তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের প্রদীপের নীচের অন্ধকারকে এড়িয়ে যাননি, বা, উপেক্ষা করে মেনে নেননি, বরং সচেতন ভাবে তার স্থিতিকে গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন।"

১৮৯১-এ "হিতবাদী" পত্রিকায় প্রকাশিত দেনাপাওনা গল্পে সমাজের পণপ্রথার শিকারে নারী জীবনের করুণ পরিণতিকে রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ মুন্সিয়ানায় তুলে ধরে শেষে "এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়"-এর নিদান দিয়ে তার ইতি টেনেছেন। তখনও রবীন্দ্রনাথ নারীদের প্রতি সমাজের রক্ষণশীলতার দৃষ্টি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সেক্ষেত্রে নারী জীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় বৈষম্যপীড়িত সমাজের ভূমিকাকে প্রকট করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে নারীদের প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দীনহীন ব্রাত্য দৃষ্টিভঙ্গি যে নারীনির্যাতনের মূলাধার, তা সময়ান্তরে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'শাস্তি'র মতো গল্পেই তা প্রতীয়মান। অন্যদিকে আধুনিক শিক্ষার আলো প্রসারিত হলেও নারীর প্রতি পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঐতিহ্য বজায় রাখায় আরও বেশি উগ্র রূপ লাভ করে।

> ***মনের কাছের মানুষের মনোহর মূর্তিতে রামচন্দ্রের পরিচয়কে তুলে ধরলেও তাঁকে কখনও আদর্শ প্রতিমায় মূল্যায়ন করেননি রবীন্দ্রনাথ। সেক্ষেত্রে রাম ও রামায়ণের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের ভক্তির প্রাবল্যে নয়, তাঁর যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠ বাস্তবতায় দেখা সমীচীন। রামরাজত্বের সাধ ও স্বপ্নের মধ্যে সমাজের হিতে বিপরীত ছবিও উঁকি দেয়।***

সেখানে নারীনির্যাতনের বহুমুখী বিস্তার লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। সেই নারীদের দুর্বিষহ জীবনের কথা রবীন্দ্রনাথ ১৯১৪-তে প্রমথ চৌধুরীর "সবুজ পত্র"-এ একের পর এক গল্পে সবুজ করে তোলেন। ঐ পত্রিকায় অধিকাংশ গল্পেই নারীদের ট্র্যাজিক পরিণতিকে তুলে ধরেছেন তিনি। সেখানে "দেনাপাওনা"র উত্তরকাণ্ডই হল "হৈমন্তী"। পণের টাকা না পাওয়ায় নিরুপমাকে জীবনপণ করতে হয়েছিল। সেখানে নানাভাবে বিশ হাজার টাকা পণ দিয়েও হৈমন্তীর বাবা হৈমন্তীকে বাঁচাতে পারেননি। হৈমন্তীর শিক্ষাই সেখানে অশিক্ষার শিকার হয়ে ওঠে। গল্পটির শেষে গল্পকথক তথা হৈমন্তীর স্বামীর মুখেই রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের পুরুষশাসিত সমাজবাস্তবতাকে নিবিড় করে তুলেছেন। রামরাজত্বের মধ্যেই যে সীতার নির্বাসন লুকিয়ে ছিল, তাও তাতে বেরিয়ে আসে। বাবার নিষেধ অমান্য করে স্বামী হয়েও হৈমকে চিকিৎসা করে ভালো করতে না পারার কথা প্রসঙ্গে গল্পকথকের মুখে রবীন্দ্রনাথ রামরাজত্বের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে তার তীব্র সমালোচনার অবকাশ রচনা করেছেন। "যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব যদি ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছে। জানো তোমরা? যেদিন অযোধ্যার লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দিবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে যে আমিও ছিলাম। আর সেই বিসর্জনের গৌরবের কথা যুগে যুগে যাহারা গান করিয়া আসিয়াছে আমিও তাহাদের মধ্যে একজন। আর আমিই তো সেদিন লোকরঞ্জনের জন্য স্ত্রীপরিত্যাগের গুণবর্ণনা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছি।" "হৈমন্তী" গল্পটি "সবুজ পত্র" প্রকাশিত হয় ১৩২১-এর জ্যৈষ্ঠে অর্থাৎ ১৯১৪-তে। তার অনেক আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে লোকরঞ্জনের স্বার্থে শ্রীরামচন্দ্রের মতো মহিমান্বিত চরিত্রের প্রতি মেনে নেওয়ায় দ্বিধাবোধ জেগে উঠেছিল। এজন্য তিনি বারবারই সে বিষয়টির অবতারণা করে তাঁর বিরূপ মনোভাবকে আলোচনার পরিসরে নিয়ে এসেছেন। "পঞ্চভূত"-এর মধ্যেও তার পরিচয় প্রকট। "অপূর্ব রামায়ণ"-এ ক্ষিতি সেই সীতার বনবাসের কথা তুলে ধরে। সেখানে অগ্নিপরীক্ষাতে সীতার আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠাও ধর্মশাস্ত্রের দলকে তুষ্ট করতে পারেনি। আর তাই "প্রেম-নামক সীতাকে" "শাস্ত্রের কানাকানিতে অবশেষে এই রাজা" নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ যে লোকরঞ্জনের জন্য শ্রীরামচন্দ্রের আত্মত্যাগকে স্বাভাবিক ভাবতে পারেননি, তা তাঁর সমালোচনা প্রকৃতির মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানে ত্রুটি বিচ্যুতি সারিয়ে তোলার ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সমাজরক্ষার বৃহত্তর ও মহত্বর স্বার্থে প্রজানুরঞ্জক শ্রীরামচন্দ্রের অবতারণার কথাও রবীন্দ্রনাথ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তাঁর "আত্মশক্তি"র "স্বদেশী সমাজ" "প্রবন্ধের পরিশিষ্ট" প্রবন্ধে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছেন: "রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌভ্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাণ্ড পর্যন্ত ছয় কাণ্ড মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নতুন করিয়া উত্তরকাণ্ড রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিত্রগানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।" সেক্ষেত্রে রামচন্দ্রের প্রজানুরঞ্জক মহিমা বিস্তার লাভ করলেও তা যে তাঁর মহৎ চরিত্রের পক্ষে আরোপিত সে বিষয়টিও রবীন্দ্রনাথ মনে করিয়ে দিয়েছেন। মেনে নেওয়া ও মনে না নেওয়ার পার্থক্য বিষয়ে তাঁর অভিমত অত্যন্ত স্পষ্ট। "পরিচয়"-এর 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা'য় রবীন্দ্রনাথ সেকথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। সেখানে রামচন্দ্রকে রাজার আদর্শ রোল মডেল করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর চারিত্রিক মাহাত্ম্যে নারীর প্রতি রক্ষণশীলতা ও শূদ্রের প্রতি বর্ণবিদ্বেষ তথা বর্ণবৈষম্যকে সমাজের স্বার্থে স্বাভাবিকতা লাভ করলেও তা রবীন্দ্রনাথের মননে আরোপিত মনে হয়েছে। তাঁর কথায়: "ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র একদিন গুহক চণ্ডালকে আপন মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এই জনশ্রুতি আজ পর্যন্ত তাঁহার আশ্চর্য্য উদারতার পরিচয় বলিয়া চলিয়া আসিয়াছে। পরবর্তী যুগের সমাজ উত্তরকাণ্ডে তাঁহার এই চরিত্রের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত করিতে চাহিয়াছে: শূদ্র তপস্বীকে তিনি বধদণ্ড দিয়াছিলেন এই অপবাদ রামচন্দ্রের উপরে আরোপ করিয়া পরবর্তী সমাজরক্ষকের দল রামচরিতের দৃষ্টান্তকে স্বপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিয়াছে। যে সীতাকে রামচন্দ্র সুখে-দুঃখে রক্ষা করিয়াছেন ও প্রাণপণে শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, সমাজের কর্তব্যের অনুরোধে তাহাকেও তিনি বিনা অপরাধে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উত্তরকাণ্ডের এই কাহিনী সৃষ্টির দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় আর্যজাতির বীরশ্রেষ্ঠ আদর্শচরিত্র রূপে পুজ্য রামচন্দ্রের জীবনীকে একদা সামাজিক আচার-রক্ষার অনুকূল করিয়া বর্ণনা করিবার বিশেষ চেষ্টা জন্মিয়াছিল।" স্বাভাবিকভাবেই তাতে যে নারীদের প্রতি রক্ষণশীলতাজনিত অন্যায়-অবিচার থেকে শূদ্রদের প্রতি অমানবিক বর্ণবৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকেও তা নিবিড় ভাবে উঠে এসেছে। সেদিক থেকে নিজেদের সুবিধামতো রবীন্দ্রনাথের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাভক্তিকে ব্যবহার করে তাঁর মূল্যায়নকে যথাযথভাবে তুলে না ধরায় তাঁকে অশ্রদ্ধার শিকার করার আয়োজন চলে। শুধু তাই নয়, তাতে রবীন্দ্রনাথকে রামভক্ত করে তোলার প্রবণতায় ভ্রান্তি- বিভ্রান্তির অবকাশ আরও বিস্তার লাভ করে, ঘনীভূত হয়। যে রবীন্দ্রনাথ 'সত্যরে লও সহজে'র পক্ষপাতী, সেই তাঁকেই নির্বিচারে ব্যবহারে অসত্যের সহজ শিকার করে তোলার প্রবণতা আসলে সত্যের অপলাপ। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রকে অনেক কাল থেকে অসংখ্য মানুষের গুণে গুণান্বিত মূর্তিতে দেখেছেন। তার 'সাহিত্যের পথে'র "সাহিত্যের তাৎপর্য" প্রবন্ধে সেই সবগুণান্বিত রামচন্দ্রের কথা স্মরণ করে দিয়েছেন তিনি। সেখানে রামচন্দ্র "আমাদের মনের মানুষ" থেকে "সত্যমানুষ" বলে তুলে ধরেও রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন, "মনের মানুষ বলতে যে বুঝতে হবে আদর্শ ভালো লোক তা নয়।" মনের কাছের মানুষের মনোহর মূর্তিতে রামচন্দ্রের পরিচয়কে তুলে ধরলেও তাঁকে কখনও আদর্শ প্রতিমায় মূল্যায়ন করেননি রবীন্দ্রনাথ। সেক্ষেত্রে রাম ও রামায়ণের মূল্যায়নে রবীন্দ্রনাথের ভক্তির প্রাবল্যে নয়, তাঁর যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠ বাস্তবতায় দেখা সমীচীন। রামরাজত্বের সাধ ও স্বপ্নের মধ্যে সমাজের হিতে বিপরীত ছবিও উকি দেয়। সেখানে রক্ষণশীল সমাজের শাসনে ও শোষণে নারীনির্যাতন থেকে শূদ্রদের প্রতি বর্ণবিদ্বেষের ভয় জেগে আতঙ্কে পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল্যায়নে বারবার সে কথাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরে আমাদের সচেতন করে তোলায় সক্রিয় হয়েছিলেন, ভাবা যায়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিজ্ঞান নিয়ে গল্পকথা

দ্বিজেন শর্মা

শুরুতে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব পরিচয় থেকে একটা উদ্ধৃতি দিতে চাই: 'বড় অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞানচর্চায় দেশে জ্ঞানের ক্ষুদ্র টুকরো জিনিসগুলো ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এ দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।'

এই যে পশ্চিমের উন্নত দেশের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেই দেশকে উন্নতির এ পর্যায়ে আসতে দীর্ঘ মধ্যযুগের অন্ধকার পাড়ি দিতে হয়েছে। ইউরোপে রেনেসাঁ হয়েছে, বুদ্ধির মুক্তি ঘটেছে, আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে এবং শিল্পবিপ্লব হয়েছে। ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক শাসনের জাঁতাকলে এসব পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি সেভাবে ঘটেনি। অবশ্য বাংলায় একটি রেনেসাঁ হয়েছিল। তাতে পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বৌদ্ধিক জগতে যে পরিবর্তন আসে, তাতে একটি নতুন যুগের সূচনা ঘটে। এটাই আমাদের রেনেসাঁ। কিন্তু তার অনুষঙ্গ হিসেবে ইউরোপে যা যা ঘটেছে, আমাদের দেশে তার কিছুই ঘটেনি।

শিল্পবিপ্লব ঘটার যেসব সম্ভাবনা মোগল আমলে রোপিত হয়েছিল, ব্রিটিশরা সেগুলোর বিলুপ্তি ঘটায়। ফলে ঔপনিবেশিক শাসনে বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ গাছতলায় যে ভূমির কথা উল্লেখ করেছেন, তা সেরূপ উর্বরতা পায়নি। তাই আমাদের কয়েকজন মহিরুহ বিজ্ঞানী থাকলেও তাঁদের প্রভাবে অজস্র বিজ্ঞানীর জন্ম হয়নি। এই উর্বরতা সৃষ্টির জন্য যা প্রয়োজন, তা আমরা ইউরোপীয় রেনেসাঁয় দেখেছি। কিন্তু আমাদের এখানে এটি তৈরি হয়নি।

বিজ্ঞানের প্রতি আমার আগ্রহ, বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তাভাবনা ও লেখালেখির শুরু অনেক বছর আগে। আমি কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ে কিছু লেখালেখি করেছিলাম। প্রথম লিখি সম্ভবত ১৯৬৩ সালে। আমি তখন ঢাকার নটর ডেম কলেজের শিক্ষক। সেখানে উদ্ভিদবিজ্ঞান পড়াই। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হায়াৎ মামুদ একদিন টাপুরটুপুর নামের একটি পত্রিকার সম্পাদক এখলাস উদ্দিন আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে নটর ডেম কলেজে এলেন। এখলাস আমাকে তাঁর পত্রিকার জন্য একটি লেখা দিতে বললেন। আমি কিশোরদের জন্য এর আগে কিছু লিখিনি। কিন্তু তাঁদের না বলার উপায় ছিল না।

আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যার ছাত্র ছিলাম। ১৯৫৮ সালে ফাইনাল পরীক্ষার আগে সামরিক শাসন জারি হয়। সেই সময় গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগের ল্যাবরেটরিতে সপ্তাহ দুয়েক রাত কাটাই। তখন টেবিলের ওপর মোটা মোটা বই বালিশ বানিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতাম। ঘুম আসত না। নানা অদ্ভুত শব্দ শুনতাম। এটাকে কেন্দ্র করেই একটি গল্প লিখে ফেলি। গল্পটির বিষয় হলো, এক বিজ্ঞানী তাঁর গবেষণাগারে গভীর রাত অবধি কাজ করে চলেছেন। তাঁর কাছে আছে একটি পাথরের টুকরা। তাতে আদিম যুগের কিছু জীবের ফসিলের ছাপ। এগুলো কত বছরের পুরোনো এবং তাতে কী জীবের ছাপ আছে, এটাই তাঁর গবেষণার বিষয়। তখনই এক অশরীরীর সঙ্গে ওই বিজ্ঞানীর আলাপ শুরু হয়। এই আলাপ নিয়েই গল্পটির শুরু। কিশোর-কিশোরীদের জন্য খুব বেশি বই আমি লিখিনি বা লিখতে পারিনি। এই যে গল্পটির কথা এক্ষুনি বললাম, সে ধরনের গল্প লিখেছি সব মিলিয়ে ১০টি। ওই গল্পগুলো নিয়ে বইঘর নামে চট্টগ্রামের একটি প্রকাশনা সংস্থা বের করে আমার প্রথম বই জীবনের শেষ নেই। আমি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিনি। করেছি উচ্চমাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে। মার্কিন দার্শনিক হেনরি অ্যাডমস (১৮৩৮-১৯১৮) বলতেন, একজন শিক্ষক কখনোই বলতে পারেন না, তাঁর প্রভাব কত দূর গিয়ে থামে। এ ধরনের উদ্দীপক শিক্ষকের অভাব আমাদের দেশে প্রকট। আমরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে একত্রে মিশিয়ে ফেলি। বিজ্ঞান না হলে প্রযুক্তি যে অসম্ভব, সে কথা আমরা ভুলে যাই। ছাত্রছাত্রীদেরও বিজ্ঞানের প্রভাব ভালোভাবে বোঝাতে পারি না।

আমি মস্কোর প্রগতি প্রকাশনে ২০ বছর অনুবাদকের কাজ করেছি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলুপ্ত হয়, রাষ্ট্রব্যবস্থা বদলে যায়। ১৯৯২ সালে প্রগতি প্রকাশনে আমার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় জীবিকা অর্জনের জন্য মস্কোর বাংলাদেশ দূতাবাসে একটি বাংলা স্কুলে তিন বছর পড়াই। আমার জীবনে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা সেই প্রথম। ছাত্রছাত্রী ছিল ১০ থেকে ১৫ জন। আমি সব বিষয়ই পড়াতামবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি। আমি গাছপালা দিয়ে স্কুলটি সাজিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবাই তেমন চৌকস ছিল না। তারা সবাই ছিল দূতাবাসের তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে।

আমি এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভালো-মন্দ বলে কিছু নেই। সবকিছু নির্ভর করে শিক্ষার উপকরণ এবং শিক্ষকের দক্ষতা ও ভালোবাসার ওপর। আমি ওদের জীববিদ্যার পাঠ্যবই পড়াতাম। কিন্তু পাঠ্যবইয়ের ওপর খুব বেশি জোর না দিয়ে আমি ওদের প্রকৃতির বিচিত্র জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতাম। আমাদের একটি মাইক্রোস্কোপ ছিল। সেটি দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নানা জীবের অণুকাঠামো দেখাতাম। এ জগতের সঙ্গে ওদের আগে কখনো পরিচয় ঘটেনি। ওরা আশ্চর্য ও মুগ্ধ হতো। ওই স্কুলে কোনো টেলিস্কোপ ছিল না, থাকলে ছাত্রছাত্রীদের মহাবিশ্ব দেখাতাম। আসলে বিদ্যালয়ে যা প্রয়োজন, তা হলো ছাত্রছাত্রীদের মনে বিচিত্র বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি করা। এই কাজেই আমাদের বড় ঘাটতি। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষত যাদের আমরা খারাপ ছাত্র বা খারাপ ছাত্রী বলে থাকি, তারা সবাই ভালো ফলাফল করেছিল। এ নিয়ে আমার একটি লেখা আছে, যেটি সংকলিত হয়েছে বিজ্ঞান ও শিক্ষা: দায়বদ্ধতার নিরিখ বইতে।

অরণ্যভূমির যে উর্বরতার কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সেটা সৃষ্টি করতে প্রয়োজন শিল্পবিপ্লব, সমাজবিপ্লব, সাংস্কৃতিক বিপ্লব। অন্যথা এই ভূমি কখনোই নির্মিত হবে না। রাশিয়া অন্যান্য উন্নত দেশের মতো একটি উন্নত দেশ। তাদের বিদ্যালয়গুলো সুসংগঠিত। উপকরণের কোনো অভাব নেই এবং শিক্ষকেরাও দক্ষ। তাঁদের মধ্যে নিশ্চয়ই উদ্বোধক শিক্ষকও আছেন। আমার ছেলেমেয়ে দুজনই বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী ছিল। তারা ভালোই করেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেউই বিজ্ঞানী হয়নি। বিজ্ঞানী হওয়ার ব্যাপারটি আরেকটি গভীর রহস্য। হতে পারে সেটা মানবমনের গভীরে সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে লুকানো থাকে। পরিবেশ তার বিকাশে সহায়তা জোগায়। দেখা যায়, উন্নত দেশেও অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী বিজ্ঞানী হয় না। তবে বলা প্রয়োজন, রাশিয়ায় জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও কল্পবিজ্ঞান সাহিত্য যথেষ্ট উন্নত এবং তার পরিমাণ বিপুল। আমি রাশিয়ায় থাকাকালে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কথা মনে রেখে দুটি বই অনুবাদ করেছিলাম রসায়নের শত গল্প এবং আমি কেন বাবার মতন। এই বইগুলো এখন আমাদের দেশেও পাওয়া যায়।

আমাদের দেশে, বলা যায় গোটা বিশ্বে, এখন আইটি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি এক বিপ্লব সৃষ্টি করেছে এবং তাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ফারাক মুছে যেতে বসেছে। এ দুটি বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বোঝানোর জন্য বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিজ্ঞান লেখকদের সতর্ক হওয়ার সময় এসেছে। নইলে কিশোর-কিশোরীদের মনে বিভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের বড় রকমের ক্ষতি হবে। ক্ষতি হবে প্রযুক্তিরও।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে লুপ্তপ্রায় প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করল

মালিগাঁও, ১৮ মে, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে রুটিন তল্লাশির সময় অবৈধভাবে পরিবহণ করা ১০টি জীবন্ত লুপ্তপ্রায় প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করে।
১৭ মে, ২০২৪ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ির আরপিএফ টিম নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১২৫০৭ (তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল-শিলচর) আরোনাই এক্সপ্রেসে রুটিন তল্লাশি করছিল। এই তল্লাশির সময় এস-১২ নং. কোচে একটি নীল রঙের কন্টেনার খুঁজে পায় আরপিএফ টিম। কন্টেনারটির মালিক পাওয়া যায়নি। এরপর কন্টেনারটি খোলার পর সেখান থেকে ১০টি জীবন্ত লুপ্তপ্রায় প্রজাতির কচ্ছপ পাওয়া যায়। এরপর জীবন্ত কচ্ছপগুলি সহ কন্টেনারটি আরপিএফ স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। পরে সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে ও নথিপত্রের কাজ সম্পূর্ণ করে পশ্চিমবঙ্গের বন বিভাগের হাতে কচ্ছপগুলি তুলে দেওয়া হয়।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে লুপ্তপ্রায় প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার আরপিএফ-এর

গুয়াহাটি, ১৮ মে (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ের অধীন রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে রুটিন তল্লাশির সময় অবৈধভাবে পরিবহণ করা ১০টি জীবন্ত লুপ্তপ্রায় প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করেছে।
আজ শনিবার উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে এক প্রেস বিবৃতির মাধ্যমে এ খবর দিয়ে জানান, ১৭ মে নিউ জলপাইগুড়ির আরপিএফ টিম নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নম্বর ১২৫০৭ তিরুবনন্তপুরম সেন্ট্রাল-শিলচর আরোনাই এক্সপ্রেসে রুটিন তল্লাশি চালিয়ে এস ১২ নম্বর কোচে একটি নীল রঙের কন্টেইনার থেকে ১০টি জীবন্ত লুপ্তপ্রায় প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার করে। জীবন্ত কচ্ছপগুলি সহ কন্টেইনারটি আরপিএফ স্টেশনে নিয়ে যায়। পরে সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে ও নথিপত্রের কাজ সম্পূর্ণ করে পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগের হাতে কচ্ছপগুলি তুলে দেওয়া হয়।
এদিকে কচ্ছপ ভরতি নীল রঙের কন্টেইনারের মালিককে পাওয়া যায়নি।

চাকুলিয়ায় মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু ২ জনের, আহত চার বাংলাদেশি সহ ১৩

কানকি, ১৮ মে (হি. স.) : চাকুলিয়া থানার কানকি ফাঁড়ির ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের ডাঙ্গি মনোরায় মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ জনের। আহত চার বাংলাদেশি সহ ১৩ জন। দুর্ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে। মৃত এক যাত্রীর নাম ইন্দ্রানী রায় (৭৪)। বাড়ি কলকাতার নাকতলায় বলে পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। অপরজনের নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি।
সরকারি বাসটি কলকাতা থেকে শিলিগুড়ির অভিমুখে যাচ্ছিল। পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেটি। এক বাস যাত্রী গৌতম রায় জানান, চালকের ভুলের কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাকুলিয়া থানার পুলিশ। গুরুতর আহত যাত্রীদের বাংলা-বিহার সংলগ্ন কিশনগঞ্জের মাতা গুজারীলাল নন্দা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কয়েকজনকে কানকি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশের যাত্রীদের মধ্যে চারজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের শিলিগুড়ি রেফার করা হয়েছে। এদিন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান এসডিপিও রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
অন্যদিকে, এদিন আরও একটি যাত্রীবোঝাই বেসরকারি বাস ডালখোলার পূর্ণিয়া মোড়ে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। বাসটি বিহারের বেতিয়া থেকে শিলিগুড়ির অভিমুখে যাচ্ছিল। পূর্ণিয়া মোড়ে অ্যাপ্রোচ রোডে ডিভাইডারে ধাক্কা লাগে বাসটির। ঘটনায় কারও মৃত্যু হয়নি। তবে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। বাসটিকে আটক করেছে বাইসি থানার পুলিশ।

শিলচরের শিলংপট্টিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি

শিলচর (অসম), ১৮ মে (হি.স.) : কাছাড় জেলা সদর শিলচরের শিলংপট্টিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১১টা নাগাদ শিলচর শহরের শিলংপট্টিতে অবস্থিত ছোটেলাল শেঠ স্কুলের বিপরীতে বসুন্ধরা বিল্ডিঙের ওপরের তলায় সংঘটিত হয়েছে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শেখা গ্রাস করে ফেলে বিল্ডিঙের ওপর তলা।
আগুন দেখে আশপাশের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। শিলংপট্টি এলাকায় শুরু হয় দৌড়ঝাঁপ, চিৎকার-চেঁচামেচি। স্থানীয়রা খবর দেন দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে ছয়টি ইঞ্জিন নিয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন জওয়ানরা। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুব্রতকুমার সেন।
দীর্ঘক্ষণ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকল বাহিনী। আগুনে বহু লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আগুন লাগার কারণ স্পষ্ট না হলেও, ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলেই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। এছাড়া ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনও জানা সম্ভব হয়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মন্দির পর্যটন নিয়ে নির্বাচনী সভায় মমতার আশার বানী

হুগলি, ১৮ মে (হি. স.) : "আরামবাগের রাস্তা এবং অন্য সংস্কারের কাজ হয়ে গেলে কামারপুকুর এবং জয়রামবাটিও উন্নত হবে। পর্যটন বাড়বে।" শনিবার নির্বাচনী সমাবেশে এ কথা বললেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
আরামবাগে সভায় তিনি বলেন, "মন্দির পর্যটন বাড়বে"। তীর্থ পর্যটন প্রসঙ্গে টেনে আনলেন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসঙ্গও। বললেন, "অনেক কাজ করেছি।" বলেন, আরামবাগের এই অঞ্চলে প্রচুর মন্দির আছে। আর আছে টেরাকোটা। তাই পর্যটনের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে। আরও হচ্ছে।"
পর্যটন বাড়লে আরও উন্নতি হবে। ৮৯০ কোটি টাকার প্রকল্প উদ্বোধন করে গিয়েছি। নতুন রাস্তার প্রকল্পে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ জুড়বে। তাতে পর্যটনের নতুন ক্ষেত্র খুলে যাবে।
কামারপুকুর-জয়রামবাটিতে তাঁর আসার ইতিহাস আশ্চর্য্যের ঘটনা, জানান মমতা। বলেন, আরামবাগ থেকে একটা রাস্তা আছে গরবেতা আর চমকাইতলা পর্যন্ত। ওখানে একটা সুড়ঙ্গ করেছিল সিপিএম। মেরে সুড়ঙ্গ দিয়ে ভাসিয়ে দিত জলে। আমি চমকাইতলায় পার্টির মিটিং করতে এসেছিলাম। আমার সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অজিত পাঁজা ছিলেন। আমি তখন রেলমন্ত্রী। আমাদের প্যান্ডেল, বাস ভেঙে দেওয়া হল। অজিত পাঁজাকে আমি ছুটে এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাই। শুধু গুলি চলছিল। আমার সেদিন থাকার জায়গা ছিল না। জয়রামবাটি-কামারপুকুর থেকে বলে দিয়েছিল কোথায় থাকতে হবে। আমি সেদিনের জন্য কৃতজ্ঞ।"

অরুণাচল প্রদেশের পাক্কে টাইগার রিজার্ভে বেড়েছে নিরাপত্তাজনিত টহলদারী

ইটানগর, ১৮ মে (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের পাক্কে টাইগার রিজার্ভে নিরাপত্তাজনিত টহলদারী বাড়ানো হয়েছে। অতি সম্প্রতি চোরাশিকারিদের আনাগোনায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
আজ শনিবার এক সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বন বিভাগের কর্মীরা পাক্কে টাইগার রিজার্ভ, বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের কোর জোন এবং প্রান্তিক অঞ্চলে নৈশ টহল অভিযান জোরদার করেছেন। অতি সম্প্রতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের কোর জোনে চোরাশিকারিরা আনাগোনা শুরু করেছে। চোরাশিকারিদের হাত থেকে ব্যাঘ্র সহ বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদিকে রিল্লোহ রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার তালো দিবো জানান, গত ১৫ মে তাঁর রেঞ্জ (রিল্লোহ) অফিস থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে তাকোসিনি জলাশয়ে অবৈধভাবে ব্যাঙ সংগ্রহ করতে আসে চার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি। এই দলটি আজকাল এলাকার বিভিন্ন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে মাছ, ব্যাঙ সহ বন্যপ্রাণী শিকার করতে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু সজাগ বনকর্মীদের জন্য তারা তাদের অসৎ কার্য্য সম্পাদন করতে পারছিল না। অবশেষে ওই সব চোরাশিকারিদের হাত থেকে বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে নৈশ টহলে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি, জানান রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার তালো দিবো। তালো দিবো বলেন, গতকাল রাতে টহলদারী দল চোরাশিকারিদের মুখোমুখি হয়েছে। চোরাশিকারিরা একটি পয়েন্ট (.) ২২ রাইফেল এবং একটি ১২ বোরের এসবিবিএল বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করেছিল। তাদের মোকাবিলা করতে গেলে রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে চোরাশিকারিরা গভীর জঙ্গলে গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। তবে তারা পালিয়ে যাওয়ার পর ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দুটি স্থানীয় ব্যাকপ্যাক, দুটি ছুরি, ১২ বোরের এসবিবিএল বন্দুকের তিনটি সক্রিয় গুলি এবং একটি রোস্টেড জায়ান্ট ব্ল্যাক স্কুইরেল। রেঞ্জ ফরেস্ট অফিসার তালো দিবো বলেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে স্থানীয়দের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।'

"সেদিন যারা সিপিএমের হার্মাদ ছিল, আজ তারাই বিজেপির হার্মাদ", দাবি মমতার

হুগলি, ১৮ মে (হি. স.) : আরামবাগের নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে শনিবার সিপিএম আমলের স্মৃতিচারণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, "সেদিন যারা সিপিএমের হার্মাদ ছিল, আজ তারাই বিজেপির হার্মাদ"।
মমতা বলেন, "সিপিএম গ্রাম দখল করে নিয়েছিল আমি আর এক সাংবাদিক রাত ১টার সময় বেরিয়েছিলাম"। পুরনো স্মৃতি জানাতে গিয়ে মমতা বলেন, "এই গোঘাটের পাশে বাঁকুড়া। এখানে আমরা এসেছিলাম। সিপিএম গ্রাম দখল করে নিয়েছিল। মেরে লাশ ভাসিয়ে দিয়েছিল।
রাত ১টার সময় বেরিয়েছিলাম। গা ছম ছম করছিল। দেখলাম মানুষ জন সব গলা পর্যন্ত ডুবে রয়েছে। আমাকে বলছে, দিদি আমরা এখানে লুকিয়ে আছি। না হলে মেরে দেবে। আমি যখন কিছু বলি তার প্রমাণ থাকে। আমার সঙ্গে সেদিন ছিলেন এক সাংবাদিক। সুদীপ দা (বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাদের বলেছিলেন, এত ঝুঁকি নিচ্ছেন! কিন্তু আমি বলেছিলাম মানুষ বিপদে পড়লে কী করব।"
মমতা বলেন, "সেদিন যারা সিপিএমের হার্মাদ ছিল, আজ তারাই বিজেপির হার্মাদ। ওই সাংবাদিক, এখান থেকে ফিরে একটি লেখা লিখেছিলেন। আমার আজও মনে আছে। প্রমাণ আছে।" এসব অনেকেরই আজ আর মনে নেই। তাই মনে করিয়ে দিলাম।"

সরোবরে বেসরকারি সংস্থাকে জমি, প্রতিবাদ নাগরিক সম্মেলনে

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.): রবীন্দ্র সরোবরে ৫ বিঘা জমি একটি বেসরকারি বিনোদন সংস্থাকে মাসিক ভাড়ায় দেওয়ায় একযোগে প্রতিবাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। শুক্রবার সন্ধ্যায় 'সবুজ মঞ্চ'-র কলকাতা জেলা কমিটি পক্ষ থেকে সূর্য্য সেন মঞ্চে একটি নাগরিক কনভেনশনে প্রতিবাদের এই আহ্বান জানানো হয়। সেখানে বক্তারা কে এম ডি এ-র জমি হস্তান্তরের 'অত্যন্ত বেআইনি' সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন।
লেকের জমির হস্তান্তরের এই ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন বহু মানুষ।
কলকাতার প্রকৃতি ও পরিবেশের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা কে এম ডি এ রবীন্দ্র সরোবরের সংরক্ষক হয়েও নজির সৃষ্টিকারী একটি অন্যায় ভূমিকা পালন করেছেন বলে মনে করছেন সরোবর এবং প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ। এই নাগরিক কনভেনশনে একযোগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কে এম ডি এর এই পরিবেশবিরুদ্ধ চক্রান্তের প্রতিবাদে সমস্ত পরিবেশ বন্ধু, পরিবেশ প্রেমী নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সমবেত হবেন।
জাতীয় সরোবরের অভ্যন্তরে ৯৮ কাঠা জমি কেমন করে একজন অভিনেতার ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানিকে ক্রিকেট অ্যাকাডেমির নাম করে দেওয়া হল, এর উত্তর দাবী করেন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পরিবেশ সংস্থা।চূড়ান্ত ভাবে পরিবেশ বিরুদ্ধ জনস্বার্থ বিরোধী এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সভায় আলোচিত হয়। বক্তাদের একাংশ বলেন, সরকারিভাবে এই অন্যায় পদক্ষেপ যদি রবীন্দ্র সরোবরে সফল হয়, তবে রাজ্য জুড়ে পার্ক, খেলার মাঠ, জলাভূমি সর্বত্র এই ঘটনা ঘটতে পারে।
কনভেনশনে সর্বতোভাবে এই 'বেআইনি নির্দেশ' প্রত্যাহার করার দাবি রাখা হয়।
এ ছাড়াও যতদিন না কে এম ডি এ-র এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়, সরোবরের চারপাশে প্ল্যাকার্ড ব্যানার সহযোগে শুভানুধ্যায়ীদের নিয়ে নাগরিক মিছিলের প্রস্তুতি নেবার সিদ্ধান্তের কথাও জানান 'সবুজ মঞ্চ'-র সম্পাদক নব দত্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ নিয়ে কাজ করেন এমন একাধিক সংগঠনের প্রতিনিধি। সভায় বক্তব্য রাখেন পরিবেশবিদ সোমেন্দ্রমোহন ঘোষ, সাংবাদিক জয়ন্ত বসু, পরিবেশকর্মী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এখন দেশের ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন : জে পি নাড্ডা

চম্বা, ১৮ মে (হি.স.) : 'মোদীজি প্রতি মাসে ৮০ কোটি মানুষের কাছে ৫ কেজি গম অথবা চাল এবং এক কেজি ডাল পৌঁছে দিচ্ছেন। এখন দেশের ২৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমা থেকে বেরিয়ে এসেছেন।' শনিবার হিমাচল প্রদেশের চম্বার জনসভায় এই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, 'মোদিজি জাত-ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে বিভক্ত করেননি, তিনি শুধুমাত্র একটি মন্ত্র নিয়ে কাজ করেছেন- সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াস। মোদীজির নীতি ও কর্মসূচীগুলি দরিদ্র, দলিত, শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, যুবক ও মহিলাদের ক্ষমতায়ন করতে কাজ করেছে।' জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, 'তৎকালীন অসহায় সরকার কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসীদের নেতাদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ডেকে আলোচনার জন্য বিরিয়ানি খাওয়াত। কিন্তু এখন মোদীজির শক্তিশালী সরকারের অধীনে, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে এবং দেশে এক চিহ্ন, এক আইন, একটি প্রধান তৈরি করা হয়েছে।'

মন্দির থেকে মূর্তি সরিয়ে কেউ অশান্তি করতে পারে বলে হুঁশিয়ারি মমতার

হুগলি, ১৮ মে (হি. স.) : মন্দির থেকে মূর্তি সরিয়ে অশান্তি করতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরোক্ষে এই ব্যাপারে ইঙ্গিত করেছেন বিজেপি-কে। নির্বাচনী সভার বক্তৃতায় সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসনকে।শনিবার আরামবাগের সভামঞ্চে মমতা বলেন, "সমস্ত জেলা প্রশাসনকে বলব মন্দিরগুলো খেয়াল রাখুন, সন্দেশখালি ব্যর্থ হওয়ার পরে ওদের প্ল্যান ওরা মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে নতুন অশান্তি করতে পারে। সেগুলো করতে দেবেন না। কোনও জায়গায় যেন অশান্তি না হয়। যেখানে অশান্তি হবে, সেখানকার প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে হবে। তাই খেয়াল রাখুন। যেখানে যেখানে কিছু সরাবে সেখানে নতুন মূর্তি এনে দেবেন। আমরা ওঁদের মতো নয়। আমরা মন্দির থেকে মূর্তি সরাই না।"
সন্দেশখালি নিয়ে মমতা বলেন, "মা বোনেদের দিয়ে কী লিখিয়ে নিয়েছে কেউ জানেনও না। সন্দেশখালির কলঙ্ক আজীবন মানুষ মনে রাখবে। এরা চক্রান্ত করে। দেখবেন মাঝে মধ্যেই এরা মন্দির থেকে একটা পুতুল সরিয়ে দেয়। পুতুল মানে ওদের পুতুল, আমাদের ঠাকুর দেবতা। আমরা সেসব সরাই না। আমরা সম্মান করি। সে যে দেবতাই হোক। ওরা সরাতে পারে।"

কল্যাণ-বিরোধী পোস্টার ঘিরে উত্তেজনা শ্রীরামপুরে

হুগলি, ১৮ মে (হি. স.) : ভোটের প্রায় মুখে পোস্টার ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল হুগলির শ্রীরামপুরে। শুক্রবার রাতে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের একাধিক এলাকায় বিদায়ী সাংসদ তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে পোস্টার সাঁটানো হয়েছে। শনিবার এ নিয়ে উত্তেজনা দেখা দেয়।
"তৃণমূল কংগ্রেস" এর তরফে ওই পোস্টারে লেখা হয়েছে, "নিজের নোংরা চরিত্র এবং খারাপ ব্যবহারের জন্য এবারের ভোটে ১ লক্ষেরও বেশি ভোটে হারবেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।' শুধু তাই নয়, তোলাবাজি-সহ একাধিক অভিযোগ আনা হয়েছে বিদায়ী সাংসদের বিরুদ্ধে। সাংসদ কল্যাণের পাশাপাশি হাওড়ার ডোমজুড়ের তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে পোস্টারে।
ভোটের মুখে এই পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভাটি শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ডোমজুড়ের সলপ বাজার, কাছারিয়া বাজার সহ একাধিক এলাকা ওই পোস্টারে ছয়লাপ। কে বা কারা এই পোস্টার সাঁটাল তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।
আগামী সোমবার রাজ্যে পঞ্চম দফার ভোট। আরামবাগ, বনগাঁ, ব্যারাকপুর, হাওড়া, উলুবেড়িয়া, হুগলির সঙ্গে ভোট হবে শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রেও। কল্যাণবাবু শ্রীরামপুরের তিনবারের সাংসদ। গতবারে প্রায় এক লক্ষ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তিনি। এবারে এই কেন্দ্রে মূলত ত্রিমুখী লড়াই হচ্ছে। বিজেপির কবীরশঙ্কর বোসের পাশাপাশি লড়াইয়ে রয়েছেন বামপ্রার্থী দীপ্সিতা ধরও।

থাইল্যান্ড ওপেন ২০২৪: সাত্বিক-চিরাগ জুটি ফাইনালে

ব্যাংকক, ১৮ মে (হি. স.) : শনিবার থাইল্যান্ড ওপেনের ফাইনালে উঠলেন ভারতের সাত্বিক-চিরাগ জুটি। তারা তাইপের লুপে মিং-চে এবং তাং কাই-ওয়েইকে ২২-১১, ২১-১২-এ হারালেন।
শুরু থেকে শীর্ষ বাছাই এই জুটি দ্বিতীয় গেমে কিছু স্লিপ আপ সত্ত্বেও খেলার নিয়ন্ত্রণ হারায়নি, ৩৫ মিনিটে ম্যাচ শেষ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ভারতীয় জুটি ফাইনালে চীনের চেন বো ইয়াং এবং লিউ ইয়ের মুখোমুখি হবেন। যারা কিম গি জং এবং কিম সা রাং-এর দক্ষিণ কোরিয়ার জুটিকে ২২-১৯, ২২-১৮ তে পরাজিত করেছেন।

মণিপুরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের হাতে গুলিবিদ্ধ উদীয়মীন ডিজাইনার

ইমফল, ১৮ মে (হি.স.) : মণিপুরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তদের হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন রাজ্যের উদীয়মান ডিজাইনার। গুলিবিদ্ধ উদীয়মান ডিজাইনারকে লাইশ্রাম কুমারজিৎ বলে শনাক্ত করেছে পুলিশ। ঘটনা আজ শনিবার সকালে ইমফল পশ্চিম জেলার অন্তর্গত পাটসই থানা এলাকায় অবস্থিত খুমবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাছে সংগঠিত হয়েছে।
আজ রাজ্য পুলিশের জনৈক শীর্ষ আধিকারিক এ খবর দিয়ে জানান, হামলাকারীদের পরিচয় এবং কী কারণে ডিজাইনারকে লাইশ্রাম কুমারজিৎকে গুলি করা হয়েছে সে সম্পর্কে এখনও কোনও ক্লু পাওয়া যায়নি। তবে, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে দুর্বত্তদের শনাক্ত করে তাদের গ্রেফতার করতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। তিনি জানান, পেশাদার ডিজাইনার লাইশ্রাম বাঁ পায়ে গুলি লেগেছে।
শীর্ষ পুলিশ আধিকারিক জানান, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা গুলিবিদ্ধ কুমারজিৎকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালে অপারেশন করে তাঁর পা থেকে গুলি বের করা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারে আকস্মিক বজ্রপাতে আহত ১৫ চা শ্রমিক

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মে (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারে আকস্মিক বজ্রপাতের ঘটনায় ১৫ চা শ্রমিক আহত হয়েছেন। এদের মধ্যে দুই শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
জানা গেছে, শনিবার সকালে জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টি হয়েছে। সেই সময় চুয়াপাড়া চা বাগানে শ্রমিকরা পাতা তুলছিলেন। এরপর আচমকা বজ্রপাত ১৫ জন শ্রমিক আহত হন। আহতদের মধ্যে ৯ জন মহিলা শ্রমিকও রয়েছেন।
ঘটনার পর আহতদের লতাবাড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুই মহিলা শ্রমিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়।

মমতা-অধীর দ্বৈরথে মমতার দিকেই ঝুঁকলেন খাড়্গে

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.): জাতীয় স্তরে জোটসঙ্গী হলেও বাংলায় "একলা চলো" নীতি নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের হাত না ধরার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী, তার জন্য প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর দিকেই আঙুল তুলছে জোড়া শিবির।
এই নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেই এবার অধীরবাবুকে কড়া বার্তা দিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়্গে। অধীর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কেউ নন, দলের সিদ্ধান্ত না মানতে পারলে বেরিয়ে যেতে হবে বলে মন্তব্য করলেন তিনি।
মহারাষ্ট্রে "মহা আঘাড়ি জোটে"র বৈঠকে উদ্ধব ঠাকরে এবং শরদ পওয়ারের সঙ্গে শনিবার একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন খড়্গে। সেখানে সম্প্রতি মমতার উদ্দেশে অধীরের করা মন্তব্য নিয়ে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে খড়্গে বলেন, 'মমতাজি প্রথমে বাইরে থেকে সমর্থনের কথা বলেছিলেন। অনেক দলই বাইরে থেকে সমর্থন করে। ইউপিএ আমলে কমিউনিস্টরাও বাইরে থেকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। সম্প্রতি মমতাজি আবারও বলেছেন যে সরকার গঠন হলে, আইএনডিআই জোটের সরকারে শামিল হবেন উনি। অর্থাৎ উনি জোটেই রয়েছেন।'

দাবদাহে অতিষ্ঠ উত্তর-পশ্চিম ভারত, অত্যধিক গরম থাকবে আসন্ন ৫ দিন

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.) : রাজধানী দিল্লির তাপমাত্রা ইতিমধ্যেই ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও তাপমাত্রা আবার ৪৭ ডিগ্রিতেও পৌঁছেছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, এই মরসুমে শুক্রবার দিল্লিতে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি ছিল। নজফগড়ে ওই দিন তাপমাত্রা ছিল ৪৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা গোটা দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। শনিবার আইএমডি জানিয়েছে, আগামী ৫ দিন উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে এবং পরবর্তী ৩ দিনের মধ্যে পূর্ব ও মধ্য ভারতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বিরাজমান থাকতে পারে। দিল্লি ছাড়াও তাপপ্রবাহ চলবে রাজস্থান, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং বিহারে। আগামী ৫ দিন ধরে গরমের দাপট বজায় থাকবে এই ছয় রাজ্যে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ত্রিপুরার জনজাতিদের রসনার অনাবিল তৃপ্তিঃ প্রেমময় আস্বাদনের এক ভাস্বর সুবাসিত সুস্বাদু দীপ্তি

পূর্বালী চক্রবর্তী

ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা ''সবুজে সবুজ ওগো নীলিমায় নীল'' এই পাহারী রাজ্য ত্রিপুরা। তিনদিকে ঘেরা বাংলাদেশ। এই রাজ্য যেন অনুপ্রাণিত কোনও অনুপ্রেরণামূলক সম্মানের 'প্রতিস্থায়ী মহাসাগর রানী'। এর সৌন্দর্য অসন্দিগ্ধভাবে প্রতিনিধিত্ব করে গোটা দেশকে। সেই রাজ্যের জনজাতিদের খাবারের বিশেষ রসনা একটি বিবিধ রসীয় সাংস্কৃতিক উদাহরণ। যা প্রাকৃতিক মসলা মিশ্রণের একটি অলঙ্করিত স্বাদ সঙ্গীতের উত্তাহজনক প্রতিক্রিয়ার সাথে স্থূলবোধন করে, 'প্রকৃতির মসলার সঙ্গীতে যে স্বাদ উল্লাসিত হয়, তা আপনার জিহ্বায় এসে প্রকাশ করে তার বৈশিষ্ট্য, যা আপনি যেটা আগে জানতেন না'।

খাবার ভরা থালা পরিবেশ, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং সাংস্কৃতিক এবং বৈষম্যের সমৃদ্ধ মিশ্রণে একটি দীর্ঘস্থায়ী সহযোগিতা এবং অনুবাদের স্মৃতি পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। এর গন্ধ একটি পূর্ণ হারানো স্তুতি গায়, যেখানে প্রেম, বোধগম্যতা, প্রতিশ্রুতি এবং জ্বলন্ত মসলার কোন তুলনা নেই। এর উপস্থাপনা একটি লিখিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে, সমস্ত মসলা গুলির বিচার করে এবং এই অমর এবং আকর্ষণীয় আবিষ্কারের জন্য এসেছে। ত্রিপুরী রান্নার লাইব্রেরির অধ্যায় শুরু হচ্ছে এমন তীব্র চাটনিদের সাথে, যা রসের নোটা দিয়ে নিজেদের অনুদ্বিগ্ন করে, এবং প্রথমের উপাদানগুলির উপর নৃত্য করে ভোগার মার্মিক কথা বলে, ত্রিপুরা রান্নায় স্বাদের একটি সময় প্রদর্শন করে। আসুন এই গোপন সম্পদের রান্নার প্রান্তরে কবিতার ভ্রমণে প্রবেশ করি, যেখানে প্রতিটি খাবারের একটি গল্প প্রয়োজন। আমাদের সাথে যাত্রা করুন যখন আমরা অদ্ভুত মসলাদির রহস্যগুলি অনুভব করি, মিষ্টি মসলাযুক্ত ধানের মিষ্টির মিঠাস সবলমতি চেনাই এবং উতাহজনক পানীয় নেওয়ার যাত্রা করি। ত্রিপুরার রান্নার সঙ্গে একটি খোঁজে যোগ দিন, যেখানে প্রতিটি খাবারের একটি সুর এবং প্রতিটি পানিতে একটি বার্স, জনসাধারণ স্বাদের জন্য একটি চিত্র প্রদান করে।

মুই বোরোক

ত্রিপুরার হৃদয়ে, যেখানে সবুজ প্রাকৃতিক দৃশ্যের সাথে ঐতিহাসিক সুদ্ধান্তের উত সমাবেশ করে, বরক সম্প্রদায়ের সম্মানিত একটি রান্নার স্মৃতির মধ্যে অবস্থিত হল যাকে সব নিয়ে আসে আগ্রহী উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় স্বাদের অর্থ: মুই বরক। ভক্তিপূর্ণভাবে তৈরি এবং ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে, মুই বরক স্থানীয় উপাদান- ধান, মাছ, শাক-সবজি, এবং সুগন্ধি ঔষধ- একটি সুরের সঙ্গীত তৈরি করে যা রসনার তৃপ্তি এনে দেয়। তবে, মুই বরকের প্রয়োজন নয় শুধুমাত্র উপাদানগুলি; এটি প্রজননশীল মসলা ও ঔষধ এর গুন যা প্রজন্মের পর প্রজন্মের মাধ্যমে বিস্তার করে, এই খাবারটিতে অদ্ভুত এবং আকর্ষণীয় স্বাদ যোগ করে। চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করা হয়, মুই বরক একটি খাবার নয়; এটি ত্রিপুরার রান্নার ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা তুলে ধরে। প্রতিটি খাবারের সঙ্গে, আপনি এলাকার বাজার এবং শান্ত গ্রামে পরিচারিত হয়, যেখানে মসলার গন্ধ স্থানীয় মানুষের হাসির সাথে মিলিত হয়। রাজ্যে ভ্রমণকারীদের জন্য এবং খাবার প্রেমীদের জন্য, মুই বরক একটি আমন্ত্রণ হল ত্রিপুরার রসনার স্বাদের উচ্চতায় নিয়ে যায়। খাবারের স্বাদে একটি মুখের প্রতিটি মুহূর্তে প্রতিটি মুহূর্তে দেখা যায় যে জাদু। তাই আসুন, আপনার অনুভূতিকে মনোনিবেশ করুন এবং ত্রিপুরার হৃদয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের মুই বরক আপনার পরিচালক হিসাবে গ্রহণ করুন একটি রান্নার প্রতিযোগিতা দিয়ে।

কোসাই বীতুই

ত্রিপুরার রান্নার দারুণ বৃত্তান্তের অধ্যায়ে কোসাই বীতুই একটি খাবার যা ঐতিহাসিক স্মৃতির উপদেশ দেয় এবং স্বাদের অপরূপ মহিমা উদ্ভাসিত হয়। ভাপা ধান, নরম কুমড়া, সবুজ শাক, এবং শিম একটি একটি কলা পাতায় মুড়ে দিয়ে তৈরী হয়, যা এই খাবারটিতে একটি অনন্য গন্ধ ও স্বাদ যোগ করে, যা এটিকে উতাহী করে তোলে রসনাকে।

চাটনি বা সুগন্ধি মাছের মুড়োর সঙ্গে পরিবেশিত করা, কোসাই বীতুই একটি মাটি নয়; এটি হল ত্রিপুরার রান্নার সমৃদ্ধ বৃত্তান্তের একটি উদাহরণ। অনুভূতির এবং স্বাদের একটি সুর সমৃদ্ধ সমহার, এটি স্থানীয় এবং ভ্রমণকারীদের আনন্দিত করে, তাদের সময় অপেক্ষা করে, অঞ্চলের চিরস্থায়ী ঐতিহাসিক প্রথানুযায়ী। ত্রিপুরার রান্নার ঐতিহ্যের গোপন রহস্য খুঁজে বের করার জন্য যারা অনুরোধ করে, কোসাই বীতুই একটি প্রধান অন্বেষণ, একটি রান্নার শিল্পকলা যা এই অঞ্চলের বিভিন্ন এবং জীবন্ত খাবার সংস্কৃতির সার সংক্ষেপ করে।

ওয়াহান মস্দেঙ

ত্রিপুরার রান্নার ঐতিহ্যের পাতাগুলিতে প্রস্থিত আছে ওয়াহান মস্দেঙ, একটি খাবার যা সাধারণতা বোঝা এবং তার তীব্র আকর্ষণে আনন্দ দেয়। ভাজা জলকীয় বাঁশের সুরুচি পানি যুক্ত হয় সবুজ মরিচের আরোমা এবং পিঁয়াজের ক্রাঞ্চ, একটি স্বাদের সম্পর্কে একটি সমৃদ্ধ সিম্ফনি তৈরি করে যা জিহ্বায় অনন্য স্বাদ এনে দেয়। উষ্ণ ধারায় ভাপা চাউলের জন্য একটি সাধারণ পাশের ডিশ হিসাবে পরিচালিত করা হয়, ওয়াহান মস্দেঙ তার সাহসী এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাদের সাথে যেকোনো খাবারের উন্নত করে। এটি শুধু মাত্র খাবার নয়, তা হল ত্রিপুরার ধনী সাংস্কৃতিক বিস্তৃতির মধ্যে একটি প্রয়াস, যা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের চিরস্থায়ী রান্নার ঐতিহাসিক প্রমাণ। যারা ত্রিপুরার খাবারের স্বাদের অভাবে আকৃষ্ট, ওয়াহান মস্দেঙ একটি প্রয়োজনীয় সহজলভ্য কাবার যা খাদ্য রসিকদের রসনার তৃপ্তি এনে দেয়।

গুদক

ত্রিপুরার রান্নার ঐতিহ্যের পাতাগুলিতে প্রথিত আছে গুদোক রান্নার মাধুর্য, যেখানে ধান, ডাল এবং সবজির মতো মূলধারক উপাদান ব্যবহার করে, গুদোক খাবারগুলি তাদের মিশ্রণের মধ্যে মসলার সান্নিধ্যে জিহ্বার জন্য রুচিকর হয়।

একটি মসলাযুক্ত মাছের কারি, আরোমাটিক চাখুই থেকে, বাশকুড়োল এবং পর্কের সংমিশ্রন। গুদোক ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একটি রান্নার প্রয়াণ প্রদান করে। তাই, যদি আপনি এই অঞ্চলে আগামী দিএ যাবার পরিকল্পনা করছেন, নিশ্চিত হোন যে গুদোক রান্নার মুখভরা সুখের অভিনন্দন করবেনই।

চুয়াক

চুয়াক ত্রিপুরার অপরিহার্য ঐতিহাসিক ধানের বিয়ার হিসাবে অবস্থিত, যা ত্রিপুরী সম্প্রদায় দ্বারা প্রাচীন পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। এই সমাদৃত মিষ্টি খাবারটি চাল বা বাজরা শস্যগুলি জলে বিশেষ সময় ধরে ভিজিয়ে রাখা হয়, যাতে তারা আবার বাদামি রুচি সহ জৈবিক পার্ফিউমেন্টের মধ্যে জাদু তৈরীতে সাহায্য করে। তারা জৈবিক পারফিউমেন্টের সহায়তায় অবশ্যই বেশ কিছু সময়ের জন্য জলের মধ্যে ধান বা বাজরা শস্যগুলি ভিজানো হয়। চুয়াক একটি বাঁধাই পরিবারের পাশাপাশি বিভিন্ন খাবারের মুখ্য উপকরণ হিসাবে এবং একটি পাশাপাশি সঙ্গী দ্বারা প্রথমিকভাবে ব্যবহৃত হয়। চুয়াক স্বাস্থ্য সুবিধা ধরে রাখে, এটি প্রোবিওটিকস এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের ধারক। এর অনন্য রুচি এবং পুষ্টির মান তাৎপর্যে ত্রিপুরা রান্নার ঐতিহ্যের একটি প্রিয় এবং বিশেষ উপাদান হিসাবে গর্বিত।

মসদেঙ

ত্রিপুরার জনজাতিদের অন্যতম সুস্বাদু খাবার মসদেঙ, যার স্বাদের তুলনা অন্য কারো সাথে করা একেবারেই বৃথা। তাদের রান্নার ধারণার মধ্যে ত্রিপুরা টমেটো চাটনি অবস্থান করে, এটি টমেটো, রসুন, এবং সরিষা বীজের একটি জ্বালামুখী মেশল হিসেবে সুনামি সৃষ্টি করেছে। এই অদ্ভুত স্বাদের রস যে কোন খাবারের নির্দিষ্ট সঙ্গী হিসেবে পরিবেশিত হয়, এর দৃষ্টিকোণে প্রত্যেক খাবারের সাথে রুচির জন্য পর্যাপ্ত। সহজ তবে অসাধারণ, এটি ত্রিপুরার রান্নার কালামাজা এবং ঐতিহাসিকতার প্রমাণ।যারা রান্নার সাহসী অভিজ্ঞতা চায়, ত্রিপুরা টমেটো চাটনি একটি আবশ্যক রুচিকর অনুভব, যা আপনাকে আরো চাওয়ার জন্য আনন্দিত অনুভূতির এক সঙ্গীত অফার করে।

বাঙ্গুই

বাঙ্গুই, এটি একটি খাদ্য আশ্চর্য যা ত্রিপুরী জাতি দ্বারা তৈরি করা হয়। ধানের আঙ্কোর করা, রাজ্যের প্রধান খাবার, বাঙ্গুই খাবার স্থানীয় ঔষধ, মসলা এবং সবজির প্রয়োগের মাধ্যমে স্বাদের একটি সমগ্র রচনা বহন করে। খাবারের চেয়ে বেশি, বাঙ্গুই হল ত্রিপুরা প্রভাতি এবং ঐতিহাসিক সম্পদের একটি উৎসব, যা আপনাকে প্রতিটি মুখফুটের সাথে ঐতিহাসিক সংস্কৃতির স্বাদ আঘাত করার জন্য আমন্ত্রিত করে।

পাঁচ ফোরন তরকারি

ত্রিপুরার রান্নার ঐতিহাসিক এক রান্না পাঁচ ফোরন তরকারি, ভূমির ধারাবাহিকতা এবং সুগন্ধি মসলার থেকে বুনা একটি অপূর্ব স্বাদের মেলবন্ধন। মেথি, জিরা, সরিষা, মৌরি, এবং কালোজিরার বীজ সমন্যয়ে, তাজা সবজির মাঝে স্বাদের একটি ধারাবাহিকতা উতন্ন করে। আলু, ফুলকপি, মটর, এবং গাজর একটি ধারণায় প্রিয়জনদের এবং প্রয়াত্তশাহীদের মধ্যে, পাঁচ ফোরন তরকারি একটি ত্রিপুরা রান্নার ঐতিহাসিক উতব, সব ধরে ধরে প্রতিটি খাবারের স্বাদ সবার জন্য একটি আমন্ত্রণ প্রদান করে।

ত্রিপুরার রান্নার ভূমিকা একটি ধারাবাহিকতা দেওয়া যায়, প্রাকৃতিক স্বাদ, এবং বিভিন্ন অফারিংস। পাঁচ ফোরন তরকারি থেকে মসদেঙ প্রতিটি খাবার জীবনধারা এবং ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার উজ্জ্বল সংস্কৃতি নিয়ে। প্রাণীবাদীদের এবং সাংস্কৃতিক প্রবাসীদের জন্য দারুণ অভিজ্ঞতা তৈরি করা রাজ্যের প্রতিটি খাবার, তারা দেশের এবং মানুষের সাথে গভীর সংযোগ প্রতিফলিত করে, যা সত্যিই অসাধারণ অভিজ্ঞতা হিসেবে গণ্য।

আলঝেইমার প্রগতিশীল দেশের নতুন ব্যাধি

ড .হৈমন্তী ভট্টাচার্জী

অ্যালঝাইমার সাধারণত মস্তিষ্কের মেমরির কিছু অংশে নিউরনের মধ্যে সংযোগকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, যার মধ্যে এন্টোরহিনাল কর্টেক্স এবং হিপ্পোক্যাম্পাস রয়েছে। এটি পরে ভাষা, যুক্তি এবং সামাজিক আচরণের জন্য দায়ী সেরিব্রাল কর্টেক্সের অঞ্চলগুলিকে প্রভাবিত করে।

আলেইমের রোগের কারণগুলি এখনও সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায় নি, তবে সম্ভবত এর সংমিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত: মস্তিষ্কে বয়স-সম্পর্কিত পরিবর্তনগুলি, যেমন সঙ্কুচিত হওয়া, প্রদাহ, রক্তনালীর ক্ষতি এবং কোষের মধ্যে শক্তির ভাঙ্গন , যা নিউরনের ক্ষতি করতে পারে এবং অন্যান্য মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করতে পারে কোষ।

অ্যালজাইমার রোগে আক্রান্ত হলে মস্তিষ্ক ও স্নায়ুর কার্যক্ষমতা দিন দিন লোপ পায়।

আলঝেইমার রোগ একটি প্রগতিশীল স্নায়বিক ব্যাধি। মস্তিষ্কের কোষের মৃত্যু এবং মস্তিষ্কের সংকোচনের জন্য দায়ী (অ্যাট্রোফি)।

অ্যালজাইমারের নামকরণের ইতিহাস

চিকিৎসক অ্যালোস অ্যালজাইমারের নাম অনুসারে অ্যালজাইমার রোগের নামকরণ করা হয়েছে। ১৯০৬ সালে অ্যালজাইমার এক মহিলার মস্তিষ্কের টিস্যুতে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন(যিনি অস্বাভাবিক মানসিক রোগে মারা গিয়েছিলেন)। তাঁর লক্ষণগুলি ছিল- স্মৃতিশক্তি হ্রাস, ভাষার সমস্যা এবং অদ্ভুত আচরণ। ওই মহিলার মৃত্যুর পর, চিকিৎসক অ্যালজাইমার তাঁর মস্তিষ্ক পরীক্ষা করেন এবং একাধিক অস্বাভাবিক বিষয় দেখেন যাকে চিকিৎসার পরিভাষায় অ্যামাইলয়েড প্লেক এবং নিউরোফাইব্রিলারি বলা হয়।

আলঝাইমার/ ডিমেনশিয়ার লক্ষণ

হালকা পর্যায়ের লক্ষণ:

১.চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার জন্য সংগ্রাম করা, উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেতে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া।

২.বস্তুর স্থানান্তর বা হারানোর একটি বর্ধিত ফ্রিকোয়েন্সি অনুভব করা। ৩.পরিকল্পনা এবং কর্ম সংগঠিত অসুবিধা সম্মুখীন.

৪.সমস্যা সমাধানে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হওয়া।

৫.দৈনন্দিন কাজকর্ম সম্পূর্ণ করতে একটি বর্ধিত সময় নেওয়া।

এই মৃদু পর্যায়ে, ব্যক্তিরা সাধারণত পরিচিত মুখ চিনতে এবং আপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্যে পরিচিত জায়গাগুলিতে নেভিগেট করার ক্ষমতা ধরে রাখে।

আলঝেইমারের মাঝারি পর্যায়ের লক্ষণ:

আলঝেইমার রোগের মাঝারি পর্যায়টি সাধারণত দীর্ঘতম পর্যায়, প্রায়শই কয়েক বছর বিস্তৃত হয়।

১.এই পর্যায়ের ব্যক্তিদের সাধারণত চলমান যত্ন এবং সহায়তার প্রয়োজন হয়।

২.উচ্চতর স্মৃতিশক্তি হ্রাস এবং বিভ্রান্তি অনুভব করা, প্রায়শই তাদের জীবনের বিবরণ, যেমন তাদের ফোন নম্বর বা শিক্ষাগত পটভূমি ভুলে যাওয়া।

৩.সপ্তাহের দিন, বর্তমান ঋতু এবং তাদের অবস্থান সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান বিভ্রান্তি প্রদর্শন করা।

৪.বন্ধু এবং পরিবারকে চিনতে অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া।

৫.পুনরাবৃত্তিমূলক গল্প বলা, চিন্তাভাবনা বা আলোচনায় জড়িত হওয়া।

৬.মৌলিক গাণিতিক কাজগুলির সাথে লড়াই করা।

৭.স্নান, সাজসজ্জা এবং বাথরুম ব্যবহার করার মতো প্রয়োজনীয় স্ব-যত্ন ক্রিয়াকলাপে সহায়তা প্রয়োজন।

৮.আন্দোলন বা ব্যাঘাতমূলক আচরণ সহ আরও স্পষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের সাক্ষী।

৯.হতাশা, উদাসীনতা বা উদ্বেগ রোগের অগ্রগতির সাথে সাথে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

১০.পরিবার, বন্ধু বা যত্নশীলদের সম্পর্কে বিভ্রম সহ ভিত্তিহীন সন্দেহ তৈরি করা।

১১.প্রস্রাব এবং/অথবা অন্ত্রের অসংযম অনুভব করা। ১২.ঘুমের ব্যাঘাতের সম্মুখীন হওয়া।

১৩.পরিচিত থাকার জায়গা থেকে দূরে ঘুরে বেড়াতে শুরু করা।

আলঝেইমারের গুরুতর পর্যায়ের লক্ষণ:

১.আলঝেইমারের গুরুতর পর্যায়ে, ব্যক্তিরা সাধারণত: প্রায় সম্পূর্ণ স্মৃতিশক্তি হ্রাসের অভিজ্ঞতা। ২.তাদের চারপাশ সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।

৩.খাওয়া, বসা এবং হাঁটা সহ সমস্ত মৌলিক দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপে সহায়তা প্রয়োজন।

৪.কিছু শব্দ বা বাক্যাংশে বক্তৃতা হ্রাসের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ করার ক্ষমতা হারান।

৫.সংক্রমণের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে উঠা, বিশেষ করে নিউমোনিয়া এবং ত্বকের সংক্রমণ।

কাদের হয় এই রোগ সাধারণত বয়স্কদের (৬০ বৎসর) ও তদূর্ধ ব্যক্তিদের হয়।

পারিবারিক জেনেটিক্স এবং ইতিহাস আলেইমার রোগের বিকাশের জন্য সম্ভাব্য ঝুঁকিও হতে পারে।

খারাপ ঘুমের ধরণও আলঝেইমার রোগ বাড়াতে পারে।

হার্টের স্বাস্থ্য এবং জীবনধারাও আলঝেইমার রোগের সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণ।

এর মধ্যে স্থূলতা, ব্যায়ামের অভাব, উচ্চ রক্তচাপ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

কি করে বুঝবেন আপনি এই রোগের শিকার কি না?

১. ভুলভাল কিংবা অপ্রয়োজনীয় খরচ করলে, বা বিল জমাতে থাকলে আপনি অ্যালজাইমার রোগীর শিকার হতেও পারেন, এটা কিন্তু একটা লক্ষণ এই রোগের।

২. দোলাচলে ভোগেন? সব কিছুতেই কনফিউশন হয়? কী করবেন বুঝতে উঠতে পারেন না? তাহলে এটাও কিন্তু একটা লক্ষণ যে আপনি অ্যালজাইমার রোগী। সব থেকে বড় উদাহরণ হল, ধরা যাক আপনি কোনও বিষয়ে কথা বলছেন, কিন্তু মাঝে মাঝেই কথার খেই হারিয়ে ফেলছেন। যে বিষয় নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত শেষ করেন একদম অন্য বিষয়ে। এটা কিন্তু অ্যালজাইমার রোগের একটি লক্ষণ। ৩. দিশেহারা লাগছে? কী হচ্ছে, কত সময় পেরোচ্ছে ভেবে উঠতে পারছেন না তাহলে সচেতন হন। আপনি অ্যালজাইমার রোগের শিকার হতে পারেন কিন্তু! সময়ের হিসেব রাখতে পারেন না এর ফলে অনেকেই। ৫ মিনিট সময়কে ৫ ঘণ্টা মনে হতে থাকে। ধরা যাক একদিন আগেই আপনি আপনার সন্তানের সঙ্গে কথা বলেছেন যে বিদেশে থাকে, অথচ আপনার মনে হবে এক সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে কথা হচ্ছে না।

৪. . উল্টোদিকের মানুষটা কী বলছেন ধরতে পারছেন না? অনেকে যখন কথা বলছে বা শব্দ হচ্ছে তার মধ্যে থেকে একজনের কথা ধরতে পারছেন না? তাহলে কিন্তু হতেই পারে আপনি অ্যালজাইমার রোগের শিকার। এই লক্ষণটাকে ককটেল পার্টি প্রবলেম বলা হয়ে থাকে।

৫. অ্যালজাইমার রোগের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হচ্ছে স্মৃতিভ্রম। সব ভুলে যাচ্ছেন ঘনঘন, চেয়েও মনে রাখতে পারছেন না গুরুত্বপূর্ণ জিনিস? তাহলে সচেতন হন।

এই লক্ষণগুলো আপনার মধ্যে থাকলে, বা সন্দেহ হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

চিকিৎসা ও প্রতিকার

১.রোগীকে মানসিক সান্ত্বনা দেওয়া ও দুশ্চিন্তামুক্ত রাখা।

২.শারীরিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা ও বাসস্থানের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা। ৩.রোগীর প্রতি পরিবারের সকলের সহানুভূতি সূচক ব্যবহার করা। ৪.লক্ষণ অনুযায়ী ওষুধ প্রয়োগ করা। ৫.রোগীকে সর্বক্ষণ খেয়াল রাখা যেন বাসা থেকে হঠাৎ বের হয়ে না যান।

প্রতিরোধ ১.নিয়মিত ব্যায়াম ২.সুষম খাদ্য গ্রহণ - এর মধ্যে চিনা বাদাম, আখরোট ইত্যাদি স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে।

৩.চিত্তবিনোদন

পারিবারিক সাহচর্য

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।

যে কোনও বয়সেই হানা দিতে পারে ক্রনিক মায়েলয়েড লিউকেমিয়া

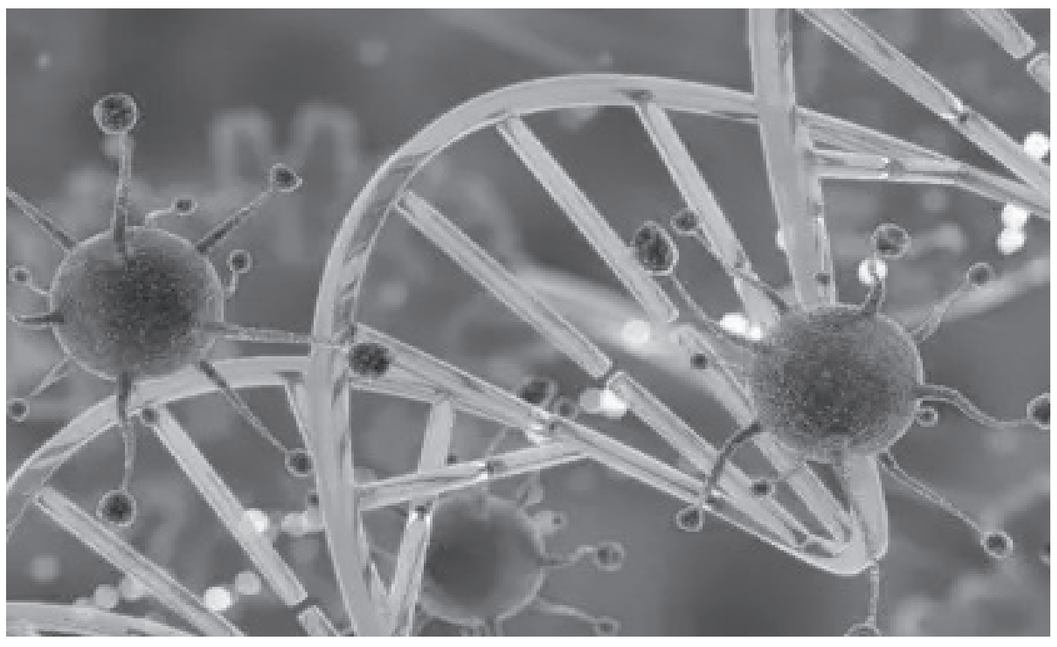

রক্তের ক্যানসারে আক্রান্তের সংখ্যাও বাড়ছে প্রতি দিন। এই রোগে আক্রান্ত হলেই অজানা মৃত্যুভয় গ্রাস করে সর্বক্ষণ। যে কোনও বয়সে ব্লাড ক্যানসার হতে পারে। লিউকিমিয়ায় রোগে আক্রান্ত হলে রক্তের মধ্যে থাকা শ্বেত রক্তকণিকাগুলি অনিয়ন্ত্রিত গঠন ও বিস্তার হতে থাকে। সাধারণত ব্লাড ক্যানসারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

একটি হল অ্যাকিউট বা তীব্র এবং অন্যটি হল ক্রনিক বা দীর্ঘস্থায়ী।

ক্রনিক মায়েলয়েড লিউকেমিয়া (সিএমএল) রক্তের ক্যানসারেরই একটি ধরন। শ্বেতরক্ত কণিকাগুলি যখন মায়েলয়েড টিস্যু থেকে অনিয়ন্ত্রিত হারে তৈরি হতে শুরু করে এবং শরীরে তার উপসর্গগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়, সেই রোগের নামই সিএমএল। তবে ক্যানসার শুনেই ভয়ের কিছু নেই। চিকিৎসকেরা বলছেন, এই রোগের চিকিৎসা আছে এবং নিয়মিত চিকিৎসা নিলে রোগী স্বাভাবিক জীবনেও ফিরে আসতে পারবেন না। চিকিৎসকদের মতে, দেশে রক্তের ক্যানসারের রোগীদের মধ্যে প্রায় ১৫ শতাংশ সিএমএল রোগী।

সিএমএল রোগে আক্রান্ত মানুষের মৃত্যুর হার খুব কম। উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতির জন্য এই রোগে আক্রান্ত হয়েও রোগী সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। এর জন্য অবশ্য সঠিক সময়ে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে। তবে চিকিৎসা সফল না হলে, সঠিক সময়ে চিকিৎসা না পেলে এবং রোগটি ক্রনিক থেকে যখন অ্যাডাল্ট অ্যাকুয়েট মায়েলয়েড লিউকেমিয়ায় (এএএমএল) রূপ নেয়, তখন কিন্তু রোগীর মৃত্যুঝুঁকি বেড়ে যায়।

এই রোগের উপসর্গ কী?

সিএমএলের মূল উপসর্গ হল রক্তাল্পতা। অধিক মাত্রায় শ্বেতরক্তকণিকা তৈরি হওয়ার ফলে শরীরে রক্ত কমে যায়। তাই সিএমএল-এ আক্রান্ত হলেও শরীরে রক্তের ঘাটতি হয়। এ ছাড়া অবসাদগ্রস্ততা, খিদে না পাওয়া, ওজন কমে যাওয়া, ঘাম হওয়া, কোনও কিছু ভালো না লাগা, গরম সহ্য করতে না পারা, প্লীহা বড় হয়ে যাওয়া, হঠাৎ জ্বর আসা এবং কারণ ছাড়াই চুলকানি বেড়ে যাওয়া। এ সব লক্ষণ দেখা দিলেই অবহেলা না করে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে।

ক্যানসার হলেই রোগীরা অনেক বেশি হতাশ হয়ে পড়েন। বেঁচে থাকার ইচ্ছে হারাতে শুরু করেন। টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের চিকিৎসক অরিজিৎ নাগ বলেন, ''আমি প্রায় ৮০ শতাংশ রোগীকে সিএমএলের রোগ নির্ণয়ের পর প্রাথমিক পর্যায় চরম মানসিক যন্ত্রণায় ভুগতে দেখেছি। অথচ সিএমএল-এ আক্রান্ত হয়েও অনেক রোগী কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করেন। প্রাথমিক পর্যায় রোগ ধরা পড়লে সুস্থ হয়ে ওঠার হার অনেকটাই বেশি। এ ক্ষেত্রে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না, বরং মন শক্ত করে চিকিৎসার বিষয় সতিক থাকা জরুরি। প্রয়োজনে কাউন্সেলিং করানো যেতে পারে।'' রক্তের ক্যানসারের ধরন এক বার নির্ণয় করা গেলে তার পরে চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।

রক্তের ক্যানসারের ধরন এক বার নির্ণয় করা গেলে তার পরে চিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, ''কেমোথেরাপি, ইমিউনোথেরাপি, রেডিয়োথেরাপি ইত্যাদি। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রোগ নিরাময়ের জন্য অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপনও করা হয়ে থাকে। তবে সবার আগে প্রয়োজন সতর্কতার।'' এক বার এই রোগে আক্রান্ত হলে আর কোন কোন বিষয় সতর্ক থাকতে হবে? ১) এক বার এই রোগের চিকিৎসা শুরু হলে চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা ও রক্তপরীক্ষা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর করানো জরুরি।

২) হতাশ না হয়ে সুস্থ হোয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটাও নজরে রাখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনে কাউন্সেলিং করাতে হবে। এর পাশাপাশি ডায়েট ও শরীরচর্চাও করতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে। ৩) নিজেকে ঘরবন্দি করে রাখবেন না। মেলামেশা করুন। অন্যান্য ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর সঙ্গে কথা বলুন। তাঁর লড়াইয়ের কথা শুনে আপনিও অনুপ্রাণিত হবেন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা দুটি ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড টয় ট্রেন পরিষেবা

মালিগাঁও, ১৮ মে, ২০২৪: পিক সিজনের সময় যাত্রীদের বর্ধিত চাহিদা পূরণ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ১৮ মে থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত দৈনিক ভিত্তিতে দার্জিলিং ও ঘুমের মধ্যে দার্লিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)-এর টয় ট্রেন পরিষেবার অধীনে দুটি ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০২৫৪৮ (দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং) ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড দার্জিলিং থেকে ১১.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ঘুমে পৌঁছবে ১২.১০ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি ঘুম থেকে ১২.৩০ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে দার্জিলিঙে পৌঁছবে ১৩.০০ ঘণ্টায়।

অন্য আরেকটি ট্রেন নং. ০২৫৪৯ (দার্জিলিং-ঘুম-দার্জিলিং) ডিজেল স্পেশাল জয়রাইড দার্জিলিং থেকে ১৩.২৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে ঘুমে পৌঁছবে ১৪.১০ ঘণ্টায়। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেনটি ঘুম থেকে ১৪.৩৫ ঘণ্টায় রওনা দিয়ে দার্জিলিঙে পৌঁছবে ১৫.০৫ ঘণ্টায়।

ডিজেল স্পেশাল জয়রাইডগুলিতে থাকবে ০৩টি করে ফার্স ক্লাস চেয়ার কার। দুটি কোচে ৩০টি আসন থাকবে এবং একটি কোচে ২৯টি আসন থাকবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সোমবার ভোটের বাংলায় আবহাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : ফের ফিরেছে অসহ্য গরম। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী শনি ও রবিবার রাজ্যের মোট সাত জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতাও জারি রয়েছে। তবে সোমবার থেকে আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনা। পঞ্চম দফার নির্বাচনে ভিজতে পারে বাংলা, এমনই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রবিবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হবে। চলবে বুধবার পর্য়ন্ত। শনি ও রবিবার গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। বাকি জেলায় গরম ও অস্বস্তি।

রবিবার মোটের উপর সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে।

সোমবার পঞ্চম দফায় রাজ্যের সাত লোকসভা আসনে ভোটাভুটি। ওইদিনও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্য়ন্ত গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। বুধবারেও ভিজতে পারে বাংলা।

“আজ শুধু মানুষের হাসি মুখ দেখতে পেলাম”, প্রচারের শেষ দিনে রচনা

হুগলি, ১৮ মে (হি. স.): প্রার্থী হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণার পর প্রথম সিঙ্গুরে এসে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পের ধোঁয়া দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'প্রচুর শিল্প হয়েছে। তাই এত ধোঁয়া।' যা নিয়ে মিম হয়েছিল বিস্তর। প্রচারের শেষ দিনে তিনি বলেন, "আজ শুধু মানুষের হাসি মুখ দেখতে পেলাম"।

শনিবার ছিল তাঁর প্রচারের শেষ দিন। শেষ দিনে কি ধোঁয়া দেখতে পেলেন? এ প্রশ্নে হেসে ফেললেন রচনা। বললেন, 'আজকে ধোঁয়ার জায়গায় নেই আমি। আজকে শুধু মানুষের হাসি মুখ দেখতে পেলাম। গত দেড় মাস ধরে মানুষের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করেছি। এবার উপরওয়ালা জানেন। যাই হোক না কেন, প্রচুর মানুষের ভালোবাসা নিয়ে ফেরত যাব।'

সোমবার ভোট। শনিবার প্রচারের শেষ দিনের তৃণমূল প্রার্থীর প্রচার জমে উঠল হুগলিতে। সকালেই পাণ্ডুয়ার বৈঁচি নুনিয়াডাঙ্গা থেকে পথযাত্রা শুরু করেন রচনা। বৈঁচি বাজার-আলিপুর-বৈঁচি গ্রাম হয়ে বৈঁচি গ্রাম স্টেশনে এসে শেষ হয়। হুড খোলা গাড়িতে জনসংযোগ করেন তিনি।

রচনা জানান, দেড়মাস ধরে প্রচার চলছে। মানুষের ভালো সাড়া পেয়েছেন। দিন দুয়েক আগে বৈঁচিতে প্রচারে যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি সময়ের অভাবে যেতে পারেননি। তা নিয়ে দলের কর্মীদের ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। সে প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী কিছুটা মজার ছলে বলেন, 'আমাকে দু'টুকরো করে দিলে ভালো হয়। তাহলে আমি সব জায়গায় পৌঁছতে পারি। না হলে আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না সব জায়গায় পৌঁছনো। সবাই আশা করছে কিন্তু কিছু করার নেই।গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেয় সবার সাথে হাত মেলাতে হয় সেই কারণে সবার কাছে পৌঁছনো সম্ভব হল না।'

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ অমিত শাহের, বললেন তারা দেশকে ভাঙতে চায়

ঝাঁসি, ১৮ মে (হি.স.): কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শনিবার উত্তর প্রদেশের ঝাঁসির নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, 'কংগ্রেস দেশকে ভাঙতে চায়।

তাদের নেতারা বলছেন, দেশকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে, দক্ষিণ ভারত ও উত্তর ভারত। আমি বলতে চাই, মোদীজি ফের আসবেন এবং মোদীজি থাকতে কেউ ভারতকে ভাঙতে পারবে না।' উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে অমিত শাহ বলেছেন, 'এই নির্বাচন দেশের উন্নয়নের নির্বাচন। এই নির্বাচন দেশকে নিরাপদ রাখতে। এই নির্বাচন আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার নির্বাচন। এই নির্বাচন ভারতকে মহান করার নির্বাচন। এই নির্বাচন দেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণের নির্বাচন। আর এই নির্বাচন বুন্দেলখণ্ডের তৃষ্ণা মেটানোর নির্বাচন।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার বলেছেন, পাকিস্তানকে সম্মান করুন, তাদের কাছে পরমাণু বোমা আছে, তাদের কাছে পিওকে চাইবেন না। আমি তাদের বলতে চাই, এটা নরেন্দ্র মোদীজির সরকার, আমরা পরমাণু বোমাকে ভয় পাই না, পিওকে ভারতের ছিল, আছে এবং নিয়েই ছাড়ব।' অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর, যোগীজি মুখ্যমন্ত্রী হন এবং উত্তর প্রদেশের উন্নয়ন শুরু হয়। একটা সময় ছিল যখন উত্তর প্রদেশে দেশি কাট্টা তৈরি হতো। কিন্তু মোদীজি বুন্দেলখণ্ডে একটি প্রতিরক্ষা করিডোর তৈরি করেছেন, এখন এখানে কামানের গোলা তৈরি হচ্ছে। পাকিস্তান যদি কোনও ভুল করে, এই বুন্দেলখণ্ডি গলা পাকিস্তানের ওপর পড়ে ধ্বংস করে দেবে।'

একই দিনে নির্বাচনী প্রচারে বাঁকুড়ায় প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী

বাঁকুড়া, ১৮ মে (হি. স.) : দুই দলের কর্মসূচি সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী রবিবার ১৯ মে নির্বাচনী প্রচারে আসছেন দুই হেভিওয়েট নেতা। ওইদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সভা করবেন নিকুঞ্জপুর মাঠে। এলাকাটি বিষ্ণুপুর লোকসভার অন্তর্গত হলেও বাঁকুড়া লোকসভা এলাকার গা ঘেষা। একই সঙ্গে দুই লোকসভায় প্রচারের সুফল মিলবে বলে আশা বিজেপির।বাঁকুড়া লোকসভা আসনে ডাঃসুভাষ সরকার এবং বিষ্ণুপুর লোকসভায় বিজেপির প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। দুজনেই প্রাক্তন সাংসদ, দ্বিতীয় বারের জন্য লড়াইয়ে অবতীর্ণ।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে ওইদিন পুরুলিয়ায় সভা সেরে বেলা তিনটায় নিকুঞ্জপুর মাঠে হাজির হবেন প্রধানমন্ত্রী।ল আবার ওইদিনেই বাঁকুড়া লোকসভা আসনে তৃনমূলের প্রার্থী অরূপ চক্রবর্তীর সমর্থনে মুখ্যমন্ত্রী কলেজ মোড় থেকে লালবাজার মোড় পর্য়ন্ত রোড শো করবেন। তৃনমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত জানান রবিবার বিকাল ৩ টায় কলেজমোড় থেকে পদযাত্রায় অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী।অল্প সময়ের ব্যবধানে জেলায় দুই হেভিওয়েট নেতার আগমনে তটস্থ জেলা প্রশাসন। শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে পুলিশ প্রশাসন কড়া নজরদারি চালাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর পদযাত্রায় বা রোড শো র যাত্রাপথ পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিরা।

আজ থেকে ফিফা বর্ণবাদ থামাতে ২১১ দেশের সমন্বয়ে সারা বিশ্বে ৫টি স্তম্ভ বসাচ্ছে

ব্যাংকক, ১৮ মে (হি. স.) : কয়েক বছর ধরেই ফুটবলে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বর্ণবাদ। আজ ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ফিফার কংগ্রেসে বেশ গুরুত্ব পেয়েছে বর্ণবাদ ইস্যু। আর ফুটবল আইনে বর্ণবাদকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কথা ভাবছে ফিফা।

শাস্তি বাধ্যতামূলক করার পাশাপাশি প্রয়োজনে ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়ার কথাও হয়েছে।

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেছেন, 'বর্ণবাদ থামাতে ২১১ দেশের সমন্বয়ে আজ থেকে সারা বিশ্বে আমরা ৫টি স্তম্ভ ঠিক করেছি, যা বর্ণবাদ থামাতে পারবে। তবে এ অন্ধকার দূর করতে আমরা কোনো মোমবাতি জ্বালাবো না। এর চেয়েও বড় কিছুর পরিকল্পনা। আমরা বিশাল আলো জ্বালাতে চাই, যা সারা পৃথিবীকে আলোকিত করবে।'

ইন্ডি জোট সর্বাধিক আসন জিতবে ও বিজেপিকে পরাজিত করবে : মল্লিকার্জুন খাড়গে

মুম্বই, ১৮ মে (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডি জোট সর্বাধিক আসন জিতবে ও বিজেপিকে পরাজিত করবে। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শনিবার মুম্বইয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে খাড়গে বলেছেন, 'ইন্ডি জোট মহারাষ্ট্রের ৪৮টি আসনের মধ্যে ৪৬টি জিতবে। জনতাই এটা বলছে। আমাদের জোট সর্বাধিক আসন জিতবে এবং বিজেপিকে পরাজিত করবে।' এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উদ্ধব ঠাকরে এবং শরদ পওয়ারও।

উদ্ধব ও শরদের মাঝে বসে সাংবাদিক সম্মেলনে খাড়গে এদিন বলেছেন, 'মহারাষ্ট্রের অবৈধ "মহাযুতি" সরকার বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিল এবং প্রধানমন্ত্রী নিজেও তা সমর্থন করছেন। মহারাষ্ট্রে তাঁর সমাবেশও হচ্ছে এবং তিনি যেখানেই যান, জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। আসল দলগুলির কাছ থেকে দলীয় প্রতীক কেড়ে নিয়ে বিজেপি সমর্থিত দলগুলিকে দেওয়া হয়েছে।' খাড়গে এদিন দাবি করেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদী বলছেন, তিনি ৮০ কোটি দরিদ্রকে ৫ কেজি রেশন দিচ্ছেন। সরকার গঠনের পর আমরা ১০ কেজি দেবো।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী অভিযোগ করেছেন, ইন্ডি জোট ক্ষমতা এলে রামমন্দির গুড়িয়ে দেবে, এ প্রসঙ্গে এদিন খাড়গে বলেছেন, 'আমরা এখনও পর্য়ন্ত বুলডোজার ব্যবহার করিনি... যারা উস্কানিমূলক বক্তব্য দিচ্ছে তাঁদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী নিজেই মানুষকে উস্কে দিচ্ছেন। আমাদের সরকার আসার পর আমাদের সংবিধান অনুযায়ী সবকিছু সুরক্ষিত হবে, আমরা সংবিধান মেনে চলব।"

আম আদমি পার্টির সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে খাড়গে এদিন বলেছেন, 'দিল্লিতে মাত্র ৩টি আসনে আমাদের জোট আছে, চণ্ডীগড়ে জোট আছে, আমরা তাঁদের গুজরাট ও হরিয়ানায় আসন দিয়েছি, আমরা সেখানেই কাজ করব।

কিন্তু পঞ্জাবে আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছি। এটা গণতন্ত্র, এটা স্বৈরাচার নয়। বিজেপিকে পরাজিত করতে যা করা দরকার আমরা তাই করব।'

দীর্ঘ অভিযানের পর সাফল্য, ছত্তিশগড়ের সুকমায় এনকাউন্টারে নিকেশ এক নকশাল

সুকমা, ১৮ মে (হি.স.): ছত্তিশগড়ের সুকমা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে এক মাওবাদী। শুক্রবার রাত থেকে এই অভিযান শুরু হয়, আর শনিবার সকালে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে এক নকশাল। পুলিশ জানিয়েছে, নকশালদের উপস্থিতি সম্পর্কে তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে অভিযান শুরু করা হয়।

শনিবার সকালে তোলনাই এবং তেত্রাই গ্রামের মধ্যবর্তী একটি জঙ্গলে গুলির লড়াই শুরু হয়, নিরাপত্তা বাহিনী ও নকশালদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে এক নকশালের মৃত্যু হয়েছে। নিহত মাওবাদীরা পরিচয় জানা যায়নি।

কলকাতায় ১২ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত, আটক ২

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : ভোটের আগে কলকাতা থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা। নাকা চেকিংয়ে নেমে শুক্রবার রাতে কলকাতার এপিসি রোড থেকে একটি ব্যাগ-সহ সন্দেহভাজন দু"জনকে আটক করে নির্বাচন কমিশনের ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

কমিশন সূত্রের খবর, ব্যাগের চেন টানতেই দেখা যায় ভেতরে থরে থরে পাঁচশো টাকার নোট। এরপরই দু"জনকে গ্রেফতার করা হয়। বাজেয়াপ্ত অর্থের পরিমাণ প্রায় ১২ লক্ষ টাকা। ধৃতদের একজনের বাড়ি পোস্তা থানা এলাকায়। অপর জনের বাড়ি হুগলিতে। কোথা থেকে ওই টাকা আনা হচ্ছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, টাকার উৎস কী, জানতে ধৃতদের দফায় দফায় জেরা শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। শনিবার অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করিয়ে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে কমিশনের ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

স্বাতীকে নিগ্রহ-কাণ্ড! বিভব কুমারকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.) : স্বাতী মালিওয়ালকে নিগ্রহ-কাণ্ডে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রাক্তন ব্যক্তিগত সচিব বিভব কুমারকে গ্রেফতার করল দিল্লি পুলিশ। কেজরিওয়ালের বাসভবনে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছিলেন আম আদমি পার্টির (এএপি) রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। তাঁর দায়ের করা এফআইআরের ভিত্তিতেই তদন্ত করছে দিল্লি পুলিশ।

স্বাতী মালিওয়াল নিগ্রহ মামলার তদন্তে শনিবারই কেজরিওয়ালের বাসভবনে আসে দিল্লি পুলিশের একটি টিম। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত ডিসিপি ও এসিপি। এরপরই কেজরিওয়ালের প্রাক্তন ব্যক্তিগত সচিব বিভব কুমারকে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। বিভব কুমারের প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাডভোকেট করণ শর্মা বলেছেন, 'আমরা এখনও পুলিশের কাছ থেকে কোনও তথ্য পাইনি। আমরা তাঁদের একটি ই-মেইল পাঠিয়েছি, যে আমরা তদন্তে সহযোগিতা করব।'

হরিয়ানার বাস দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক, শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.): হরিয়ানার নুহতে বাসে আগুন লেগে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আহতদের দ্রুত সুস্থতার কামনা করেছেন তিনি। শনিবার ভোররাতে হরিয়ানার নুহ জেলার তাউরুর কাছে একটি চলন্ত বাসে আগুন লাগে। অগ্নিকান্ডে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের, এখনও পর্য়ন্ত আহতের সংখ্যা ১৫-র বেশি।

এই অগ্নিকান্ডে গভীর শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন তিনি। পুলিশ সূত্রের খবর, ওই বাসে যাত্রী সংখ্যা ছিল ৬০-এর বেশি। বাসটিতে করে তীর্থ যাত্রা সেরে মথুরা এবং বৃন্দাবন থেকে ফিরছিলেন যাত্রীরা। সকলেই পঞ্জাবের হোশিয়ারপুর এবং লুধিয়ানার বাসিন্দা।

গরিবদের টাকা আটকে মুখে অর্থের স্লোগান, বিজেপি-কে তোপ মমতার

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : গরিবদের টাকা আটকে মুখে অর্থের স্লোগান বিজেপি-র এই আচরণের প্রতিবাদ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "দরিদ্রদের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা তহবিল আটকে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রচারে অর্থের স্লোগান চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এটা পাপ। বিজেপির এই অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবে বাংলা। ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল ও মেদিনীপুরের মানুষ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন বাংলা-বিরোধিদের বিসর্জন নিশ্চিত!

প্রসঙ্গত, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল ও মেদিনীপুরে শুক্রবারনির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে গিয়েছিলেন তিনি।

ফরাসি উইমেন্স লীগ: পিএসজিকে হারিয়ে শিরোপা জিতল লিওন

প্যারিস, ১৮ মে (হি. স.) : লিওন আসন্ন উয়েফা উইমেনস চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালের আগে গ্রুপমা স্টেডিয়ামে ১৭তম ফরাসি শিরোপা জিতল প্যারিস সেন্ট-জার্মেইকে ২-১ গোলে হারিয়ে। ফাইনালে যাওয়ার আগে সেমিফাইনালে লিয়ন চতুর্থ স্থানে থাকা রেইমসকে ৬-০ গোলে হারিয়েছে।

লিওন রেকর্ড আটবারের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন এবং শেষ আট অভিযানে ছয়বার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছে। উল্লেখ্য লিয়ন মরসুমে ১২ দলের ফ্রেঞ্চ লিগে শীর্ষে থাকা পিএসজিকে ফাইনালে সব বিভাগেই ছাড়িয়ে গেছে।

আর্থিক দুরাবস্থা নিয়ে মন্তব্য করে তোপের মুখে জাভি

বার্সেলোনা, ১৮ মে (হি. স.): কিছুদিন আগে নিজেই বার্সেলোনা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বার্সা কোচ জাভি হার্নান্দেজ। তবে সে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন তিনি কয়েক সপ্তাহ আগে। কিন্তু এবার বার্সেলোনাই তাকে ছাঁটাই করতে চাইছে। ক্লাবের আর্থিক দুরাবস্থা নিয়ে মন্তব্য করার জন্য এবার তিনি বিপদে পড়েছেন। ক্লাবকে নিয়ে তার এই মন্তব্য পছন্দ হয়নি হুয়ান লাপোর্তার বোর্ডের। তাই বোর্ড এবার চাইছে জাভিকে সরাতে। একে কোনো ট্রফি নেই বার্সার ঘরে। তার ওপর জাভির সংবাদ সম্মেলন ক্লাব নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য দারুন ভাবে অসন্তুষ্ট বার্সা বোর্ড।

পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, সবং থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ বিজেপির

সবং, ১৮ মে (হি.স.): ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের আগে সবং থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন বিজেপির। অভিযোগ, গতকাল রাতে দশক গ্রাম পঞ্চায়েতের কোলন্দা, রাউতরাবাড়ি, বিলকুয়া-সহ একাধিক এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ঢুকে বাঁশ-লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। রাস্তায় বিজেপি কর্মীদের দেখলেই মারধর করা হচ্ছে। চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটলেও পুলিশ নির্বিকার বলে অভিযোগ।

প্রতিবাদে শনিবার সকাল ৮টা থেকে সবং থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা। থানার গেটে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেন তাঁরা। অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হলে বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। ভিত্তিহীন অভিযোগ, গ্রাম্য বিবাদের জেরে এই ঘটনা, দাবি তৃণমূলের।

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, বাস উল্টে মৃত দুই যাত্রী

উত্তর দিনাজপুর, ১৮ মে (হি.স.): উত্তর দিনাজপুরে জাতীয় সড়কের ওপর বাস উল্টে মৃত্যু হল দুই যাত্রীর। আহত হয়েছেন প্রায় ৪০ জন। শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়ায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ঘটে।

সিপিএম-এর পাটুলি থানা ঘেরাও অভিযান

কলকাতা, ১৮ মে (হি স) : পাটুলিতে ক্যানসার আক্রান্ত সিপিএম কর্মীকে মারধরের অভিযোগ। ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার দুপুরে পাটুলি থানা ঘেরাও করে সিপিএম।

শুক্রবার বামেদের একটি পথসভা চলছিল। তখনই ওই কর্মীকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আঙুল তৃণমূলের দিকে। এই থানা ঘেরাওয়ে যাদবপুরের সিপিএম প্রার্থী সৃজন ভট্টাচার্য জানান, তৃণমূল ভয়ে এ সব করছে। তৃণমূলের পাল্টা দাবি, খবরে থাকতে সিপিএম এ সব করছে।

সিপিএম সূত্রে জানা গিয়েছে, নিগৃহীত কর্মীর নাম অভীক চৌধুরী। বয়স ৫৭ বছর। তিনি ক্যানসার আক্রান্ত। পাটুলির পথসভার বিদ্যুৎ সংযোগ স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সুজয় মিত্র কেটে দেন। সিপিএমের কর্মী-সমর্থকেরা চিৎকার-চেঁচামেচি করেন। তার পর লাইন জুড়ে আবার সভা শুরু হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্তই ছিল।

সিপিএমের অভিযোগ, সভা শেষে আবার অভীকের সঙ্গে সুজয়ের বচসা শুরু হয়। তখনই তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

রসাখোয়ায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু সাইকেল আরোহীর

রসাখোয়া, ১৮ মে (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের রসাখোয়ার মহেশপুরে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। শনিবার দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম, জিয়াউর রহমান (৪৫)।

এদিন সকালে মাঠ থেকে ফিরছিলেন ওই ব্যক্তি। বেঙ্গল টু বেঙ্গল রোডে সাইকেল নিয়ে উঠতেই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় করণদিঘি থানার রসাখোয়া ফাঁড়ির পুলিশ। এদিকে দেহ ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন তাঁরা। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। ট্রাকের চালক ও খালাসি পলাতক। ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

তুফানগঞ্জে বাজ পড়ে মৃত্যু ব্যক্তির

তুফানগঞ্জ, ১৮ মে (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জে বাজ পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তুফানগঞ্জ ১ ব্লকের অন্দরানফুলবাড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলসিকারিপাড়া এলাকার বাসিন্দা গোপাল বর্মন মাঠে গরু আনতে গিয়েছিলেন।

তাওয়াই নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেল দুই যুবক, চলছে উদ্ধার অভিযান

জম্মু ১৮ মে (হি. স.) : শুক্রবার গভীর রাতে জম্মুর মানওয়াল এলাকায় তাওয়াই নদীতে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যায় দুই যুবক। দেহ উদ্ধারের জন্য তল্লাশি অভিযান চলছে, কিন্তু এখনও পর্য়ন্ত কোন সাফল্য পাওয়া যায়নি।

এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দুই যুবক অভিকাশ ঠাকুর (২৩) ও রাজিন্দর সিং (১৯) দুজনেই কিষানপুর মানওয়ালের বাসিন্দা। তারা নদীতে স্নান করছিল, নদীর তীরে তাদের জামা-কাপড় উদ্ধার হয়েছে। ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশকে খবর দেয়। এরপর তল্লাশি অভিযান শুরু করে পুলিশ। শনিবারও চলছে তল্লাশি অভিযান। আধিকারিক বলেন, পুলিশ এবং জাতীয় বিপর্যয় ত্রাণ বাহিনী (এনডিআরএফ) এর একটি দল কাজ করছে, তবে দেহগুলি এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বাড়িতে বসেই ভোটাধিকার প্রয়োগ মনমোহন ও হামিদের, ভোট দিলেন মুরলি মনোহরও

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি.স.) : নির্বাচন কমিশনের "হোম ভোটিং" কর্মসূচির অধীনে বাড়িতে বসেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং। পাশাপাশি শনিবারই ভোট দিয়েছেন প্রাক্তন উপ-রাষ্ট্রপতি মহম্মদ হামিদ আনসারি এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মুরলি মনোহর জোশী।

গ্যাংটক যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাঙালি পর্য়টকের

শিলিগুড়ি, ১৮ মে (হি. স.) : পাহাড়ে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাঙালি পর্য়টকের। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যাওয়ার পথে সিংতামের কাছে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক যাওয়ার পথে পর্য়টকবাহী একটি ট্যাক্সি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সিংতামের কাছে সাংখোলা বা রানি খোলা নদীতে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন বাঙালী পর্য়টক তথা কলকাতার বাসিন্দা রবীন্দ্রনাথ পাল (৭২), অপরজন হলেন গাড়ির চালক। আহত হয়েছেন আরও চার বাঙালি পর্য়টক।

ভরতপুর এলাকায় বোমাবাজি, অভিযোগ, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

মুর্শিদাবাদ, ১৮ মে (হি. স.) : ভোট মিটলেও হিংসার ঘটনা কমছে না মুর্শিদাবাদে। শনিবার মুর্শিদাবাদের ভরতপুর এলাকায় বোমাবাজির ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল। অভিযোগ, তৃণমূলের গোষ্ঠী সংঘর্ষের কারণেই বোমাবাজির ঘটনা ঘটল।

ভরতপুরের বর্তমান এবং প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল সভাপতির অনুগামী গোষ্ঠীর মধ্যে বচসা শুরু হয়। ক্রমে তা বড় আকার নেয়। শুরু হয় বোমাবাজি। এই ঘটনায় দু'পক্ষের পাঁচ জন আহত হয়েছেন বলেই খবর। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ঝামেলার মধ্যে পড়ে এক পুলিশকর্মীও আহত হন বলে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে উজনিয়া গ্রামে ভরতপুর ২ ব্লকের প্রাক্তন সভাপতি মহম্মদ আজহারউদ্দিনের বাড়ি লক্ষ্য করে বোমাবাজি শুরু করে একদল দুষ্কৃতী। আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান প্রাক্তন সভাপতির পরিবারের সদস্যেরা।

আহতদের মধ্যে একাংশের দাবি, পঞ্চায়েত নির্বাচনের টিকিট না পাওয়া নিয়ে ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের অনুগামীদের সঙ্গে ব্লক সভাপতির অনুগামীদের ঝামেলা শুরু হয়েছিল। বিধায়কের নির্দেশেই তাঁরা নির্দলের টিকিটে ভোটে লড়েছিলেন। ভোট মিটে যাওয়ার পর বিধায়কের হাত ধরে আবার তৃণমূলে যোগ দেন। কিন্তু সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বিধায়ক অনুগামীদের নির্বাচনী কাজে অংশগ্রহণ করতে দেননি বর্তমান ব্লক তৃণমূল সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান। পাল্টা তাঁদের নানা ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে বলেও অভিযোগ।

শনিবার সেই গোলমাল বড় আকার ধারণ করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সালার থানার পুলিশ। বোমার আঘাতে আহত হন এক পুলিশকর্মী। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশবাহিনী। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মহিলার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাগদায় চাঞ্চল্য

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৮ মে (হি. স.) : এক মহিলার রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে শনিবার বাগদার কুলানন্দপুর দক্ষিণপাড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে, এই ব্যাপারে খুনের অভিযোগ উঠেছে।

রাতে বাড়িতে ঢুকে বিধবা গৃহবধূকে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে বাগদা এলাকায়। অভিযুক্ত মহিলার "প্রেমিক"। পরকীয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়াই নাকি কাল হয়ে উঠেছে!

স্থানীয় পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত গৃহবধূ নাম সীমা দাস (৪৫)। ১৩ বছর আগে তাঁর বিয়ে হয় অনিল দাসের সঙ্গে। তিন মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে। ছেলের জন্মের ১৮ দিনের মাথায় স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি। মাঠে কাজ করে যেটুকু রোজগার করতেন তা দিয়েই চলত সংসার। সেই রোজগারেই তিন মেয়ের বিয়েও দিয়েছিলেন সীমাদেবী। ছেলেও এখন অনেকটা বড়। এর মাঝেই সীমাদেবীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে স্থানীয় যুবক আবুশান মণ্ডল ওরফে ক্যাবলার সঙ্গে। দু-তিন বছর সম্পর্ক থাকলেও প্রায় একবছরের বেশি সময় দুজনের যোগাযোগ ছিল না বলেই জানাচ্ছে পরিবার। শুক্রবার রাতে বাজার থেকে ফেরার সময় সম্পর্ক ঠিক করে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় সীমাদেবীকে। তিনি রাজি না হলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়, দাবি পরিবারের। সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন সীমা। সকালে ডেকে দেওয়ার জন্য মেয়েকে বলেছিলেম মা। সেইমতো ভোরে ডাকতে গিয়ে মেয়ে দেখে মায়ের মুখে বালিশ চাপা সারা শরীর শক্ত হয়ে রয়েছে। মেয়ের চিৎকারে ছুটে আসে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও।অভিযোগ, ক্যাবলাই বালিশ চাপা দিয়ে খুন করেছে সীমাকে। খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায়। দেহ উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। পরকীয়া থেকে বেরিয়ে আসতে চাওয়াই খুন হতে হল সীমাকে, মনে করছে পরিবার। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন :** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম :** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যের শিক্ষকদের 'যোগ্য' প্রমাণ দিতে নথি চাইল রাজ্যের শিক্ষা দফতর

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.): এসএসসির প্যানেল বাতিল নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। এর মধ্যেই রাজ্যের শিক্ষকদের 'যোগ্য' প্রমাণ দিতে নথি চাইল রাজ্যের শিক্ষা দফতর। শনিবার খবরটি প্রকাশ্যে এসেছে। রাজ্যে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষকের কাছে নথি যাচাইয়ের জন্য চাওয়া হয়েছে। এই মর্মে শিক্ষা দফতরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলার নির্দেশ অনুযায়ী শিক্ষা দফতর এই নির্দেশিকা দিয়েছে। শিক্ষা দফতরের ওই বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ২৭ মের মধ্যে নথি জমা করতে হবে। এসএসসি-র শংসাপত্র, নিয়োগ পত্র, বর্তমান চাকরির প্রমাণ পত্র জমা করতে হবে। এসএসসি থেকে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক না হলে দিতে হবে অ্যাপ্রুভাল মেমো। এগুলি জমা করতে হবে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। প্রধান শিক্ষকের কাছে এই সমস্ত নথির হার্ড কপি জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক মারফত সেই সমস্ত নথি ডিআই-দের কাছে জমা পড়বে। এরপর শিক্ষা দফতরের তরফে একটি নির্দিষ্ট পোর্টাল লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে। আইওএমএস নামে একটি পোর্টাল লগ ইন করতে হবে। সেখানে এসএসসি ডেটা সাবমিশন মেনুতে ক্লিক করতে হবে। সেখানেই সমস্ত তথ্য বা নথি জমা করতে হবে।

আইএনডিআই ক্ষমতায় এলে ইডি, সিবিআই-দের অত্যাচার বন্ধ করে দেবেন, সভায় মমতা

হুগলি, ১৮ মে (হি. স.): আইএনডিআই জোটের সরকারই যে ক্ষমতায় আসছে, আগেই সেই দাবি করেছেন তৃণমূলনেত্রী। এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করে দিলেন, এই জোট সরকার ক্ষমতায় এলেই ইডি, সিবিআই-এর মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে কাজে লাগিয়ে অত্যাচার বন্ধ করে দেবেন তিনি। এ দিন আরামবাগের কামারপুকুরের সভা থেকে এমনই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। চতুর্থ দফার ভোটের পর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একের পর এক জনসভায় জোরের সঙ্গে দাবি করছেন, আইএনডিআই জোটের সরকারই দিল্লিতে ক্ষমতায় আসছে। তৃণমূলও যে এই জোট সরকারকে সমর্থন করবে, সেকথাও জানিয়ে দিয়েছেন মমতা। তবে যথারীতি এ রাজ্যের কংগ্রেস এবং সিপিআইএম নেতৃত্বকে গুরুত্বই দিতে চাননি তৃণমূলনেত্রী। শনিবার কামারপুকুরের সভা থেকেও মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাংলায় কোনও জোট নেই।কংগ্রেস-সিপিআইএমের মহাঘোঁট আছে। 'ইন্ডিয়া'-টা আমার দেওয়া নাম। যার জন্য মোদীবাবু 'ইন্ডিয়া' নামটা সংবিধান থেকে তুলে দিলেন। আমি বলে দিচ্ছি, 'ইন্ডিয়া' ক্ষমতায় আসছে। 'ইন্ডিয়া' ক্ষমতায় এলে ইডি-র অত্যাচার,সিবিআই-এর অত্যাচার তুলে দেব। যদি দিল্লিতে আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসে।' প্রসঙ্গত, বিরোধীদের হেনস্থা করতেই মোদি সরকার ইডি, সিবিআইকে কাজে লাগাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে এই অভিযোগ করে আসছে তৃণমূল সহ বিরোধী দলগুলি। কামারপুকুরের পর বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে দলের প্রার্থী সুজাতা মণ্ডলের সমর্থনে সভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা থেকেও তিনি ঘোষণা করেন, আইএনডিআই জোট ক্ষমতায় এলে সিএএ এবং এনআরসি বাতিল করা হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

জ্ঞানেশ্বরীর দায়ও মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে, সভায় দাবি বিরোধী দলনেতার

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ মে (হি. স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ছত্রধর মাহাতোকে নিজের লোক বলে স্বীকার করছেন। কিষেণজিও মমতা নিজের লোক, তাই জ্ঞানেশ্বরীর দায়ও মুখ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। শনিবার প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে একাধিকবার ছত্রধর মাহাতোর নাম শোনা গিয়েছে। সেই নিয়ে শুভেন্দুবাবুর এই দাবি। এদিন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিড়াকাটাতে নির্বাচনী জনসভা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি মেদিনীপুর লোকসভার প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল এবং ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুর হয়ে সভা করেন। এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রসঙ্গ টেনে এনে শুভেন্দুবাবু বলেন, "গতকাল মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চ থেকে স্বীকার করে নিয়েছেন যে ছত্রধর ওঁর লোক ছিল। আমিও তাই বলছি ছত্রধর যদি আপনার (মমতা) নিজের লোক হয়ে থাকে। তাহলে কিষেণজিও আপনার লোক, তাই আমি বলতে চাই জ্ঞানেশ্বরীর দায়িত্বও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিতে হবে।"

উল্লেখ্য, ২০১০ সালে জ্ঞানেশ্বরী ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছিল। সেই ঘটনায় মাওবাদীদের দিকেই অভিযোগের তির ছিল। সেই সময় মাওবাদীদের শীর্ষ নেতা ছিল কিষেণজি। ২০১১ সালের শেষের দিকে পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যু হয়। তবে দুর্ঘটনা সংক্রান্ত মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ছত্রধর মাহাতো। দুর্ঘটনার সময় ছত্রধর জনগণের কমিটির নেতা ছিলেন। পরে তিনি তৃণমূলে আসেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সবং থানা ঘেরাও করে বিজেপি-র বিক্ষোভ

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ মে (হি. স.): নিরাপত্তাহীনতার প্রতিবাদে এবং দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের আগে সবং থানা ঘেরাও করে শনিবার বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি সমর্থকরা। অভিযোগ, শুক্রবার রাতে দশক গ্রাম পঞ্চায়েতের কোলন্দা, রাউতরাবাড়ি, বিলকুয়া-সহ একাধিক এলাকায় বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ঢুকে বাঁশ-লাঠি দিয়ে পেটানো হয়। রাস্তায় বিজেপি কর্মীদের দেখলেই মারধর করা হচ্ছে। চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটলেও পুলিশ নির্বিকার বলে অভিযোগ। প্রতিবাদ জানাতে এদিন সকাল ৮টা থেকে সবং থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মীরা। থানার গেটে বিজেপির পতাকা লাগিয়ে দেন তাঁরা। অভিযুক্তরা গ্রেফতার না হলে বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেয় বিজেপি। পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে নিরস্ত হয় বিক্ষোভকারীরা। যদিও তৃণমূলের দাবি, ভিত্তিহীন অভিযোগ। এর নেপথ্যে কোনও রাজনীতি নেই। গ্রাম্য বিবাদের জেরে এই ঘটনা।

সোমবার ভোটের বাংলায় আবহাওয়া নিয়ে দুশ্চিন্তা

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.): ফের ফিরেছে অসহ্য গরম। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী শনি ও রবিবার রাজ্যের মোট সাত জেলায় তাপপ্রবাহের সতর্কতাও জারি রয়েছে। তবে সোমবার থেকে আবহাওয়া বদলের সম্ভাবনা। পঞ্চম দফার নির্বাচনে ভিজতে পারে বাংলা, এমনই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, রবিবার থেকে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি শুরু হবে। চলবে বুধবার পর্যন্ত। শনি ও রবিবার গরম ও অস্বস্তি বজায় থাকবে। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমানে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। বাকি জেলায় গরম ও অস্বস্তি। রবিবার মোটের উপর সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা। তুলনামূলক বেশি বৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, বর্ধমান, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরে। সোমবার পঞ্চম দফায় রাজ্যের সাত লোকসভা আসনে ভোটাভুটি। ওইদিনও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে। বুধবারেও ভিজতে পারে বাংলা।

গরম থেকে স্বস্তি পেতে ভোটপর্বেই জমজমাট দিঘা

পূর্ব মেদিনীপুর, ১৮ মে (হি. স.): বঙ্গ জুড়ে তীব্র গরম। আর গরম থেকে স্বস্তি পেতে বহু মানুষ পাড়ি জমিয়েছে দিঘা সমুদ্র সৈকতে। ভোট উৎসবের মাঝেও দিঘায় পর্যটকের ঢল। দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচন চলছে। এই লোকসভা নির্বাচন পর্বে দিঘায় পর্যটকের কার্যত ঢল নেমেছে। সপ্তাহের মাঝপর্বেও বহু সংখ্যক মানুষ ভিড় করেছে দিঘায়। সাধারণত দিঘায় প্রতি ছুটির দিন বা সপ্তাহের শেষে শনি রবিবার পর্যটকের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু চলতি বছর গ্রীষ্মকালে সপ্তাহের সব দিনেই পর্যটকের ভিড় হয়েছে দিঘা সমুদ্র সৈকতে। সপ্তাহ শুরুর দিন কিংবা সপ্তাহের মাঝামাঝি সব দিনই সমুদ্রস্নানে পর্যটকদের ভিড় চোখে পড়ার মত।

ভোটের পর তৃণমূলকে মানুষ ভুলে যাবে- দিলীপ ঘোষ

বর্ধমান, ১৮ মে (হি. স.) : '২০১৯ লোকসভার আগে ব্রিগেডে অনেক দলের নেতাদের ডেকে সভা করেছিল মমতা ব্যানার্জী। তারপর সেসব অনেক দলই উঠে গেছে। সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে শূন্য হয়ে গেছে। তৃণমূলের এক ডজন সিট কমেছিল, এবার আরও এক ডজন কমবে। দিল্লীতে তৃণমূল দলকে ভুলে গেছে। ভোটের পর পশ্চিমবঙ্গের মানুষও তৃণমূলকে ভুলে যাবে।' শনিবার বর্ধমানের কাঁটাপুকুরে চা-চক্র থেকে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীকে এভাবে কটাক্ষ করলেন বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। প্রসঙ্গত, রাজ্যে ইতিমধ্যে চতুর্থ দফা ভোট হয়েছে। কয়েকদিন পরই পঞ্চম দফার ভোট। তার মধ্যেই বুথ ফেরত সমীক্ষা শুরু হয়েছে। চা''য়ের দোকান থেকে পাড়ার আড্ডা, চর্চা এখন একটাই মোদী চার''শ পাবে! বঙ্গে বিজেপির ক'টা সিট পাবে, তারও হিসাব শুরু হয়েছে। তারমধ্যেই প্রচারের শেষ লগ্নে তৃণমূল নেত্রীর হাওয়ায় চটির ফিতে কেটে গেছে। সেটা আবার সেফটিপিন দিয়ে আটকে রাখছেন মমতা ব্যানার্জী। আর সেটাকে আবারও ব্যাঙ্গ বিদ্রুপ করতে শুরু করেছে সোশাল মিডিয়ায়।

যদিও এদিন, দিলীপ ঘোষ বলেন, ' এসবই নাটক। উনি কখনও বলেন জুতা নাই, কখনও বলেন গাড়ি নাই, বাড়ি নাই। এবার হয়তো বলেন, ভোটার নাই। এতদিন এসব নাটক করে মানুষের সহানুভুতিকে কাজে লাগিয়ে ভোটে জিতেছেন। মানুষ এখন দেখছে, তাদের কাছে সব কেড়ে নিল। অথচ তৃণমূলের সবই আছে।' শশী পাঞ্জা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, দিলীপ ঘোষ ও সুকান্ত মজুমদার হারছেন। তার পাল্টা জবাবে দিলীপ ঘোষ বলেন,' তৃণমূল ক''টা সিট পাবে সেটা ভাবুক। সারা দেশে একটাই আলোচনা মোদীর চার''শ সিট হবে কি না। দিল্লীতে তৃণমূল পার্টিটাকে ভুলে গেছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটের পর মানুষ তৃণমূলকে ভুলে যাবে।' বসিরহাটে সিবিআই তদন্তের স্বার্থে শিবির করেছে। সেপ্রসঙ্গে তিনি বলেন,' এতদিন একতরফা ভোট হয়েছে। শাজাহান যা বলত, সেটাই হত। ভোট লুট হত। এখন শাজাহানের ভাইয়েরা চমকাচ্ছে। ভয় দেখাচ্ছে। পুলিশ মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে গাড়ীতে তুলছে। আর তাই মহিলারা এখন রাত পাহারা দিচ্ছে। ভোটের দিন দেখবেন, তৃণমূলকে খুঁজে পাবেন না। বিজেপি ওখানে ভালো লিড পাবে।' মুর্শীদাবাদে শিক্ষা দুর্নীতির জেরে, সেখানের ডিআই বাম জামানায় শিক্ষক নিয়োগের তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। সেপ্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন,' কবে থেকে লুট শুরু হয়েছে, কারা চাকরি পেয়েছে। সেটা তদন্ত হওয়া উচিত। বাম আমলেও দুর্নীতি হয়েছে। তখন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি স্কুলের উন্নয়নের নামে ২-৩ লাখ টাকা নিত। ম্যানেজিং কমিটি ইন্টারভিউ নিত, তারাই সিদ্ধান্ত নিত।' উলুবেড়িয়ায় জাতীয় সড়কের পাশে অভিষেকে ও মমতা ব্যানার্জীকে খুনের পোস্টারে বিস্তর শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে। যদিও সেপ্রসঙ্গে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন,'নিজেরাই পোস্টার লাগিয়ে খবর তৈরি করছেন। দলের লোকেরা খবরই রাখে না পিসি ভাইপো কোথায় যাচ্ছে। জনগনও তাদের ভাষন শুনতে যায় না। দলের লোকেদের দ্বন্দ্ব থামাতে থামাতে ভোট শেষ হয়ে যাবে।' হাসনাবাদে তৃণমূল নেতা হুমকি দিয়ে বলেছেন,' ৪ জুনের পর কেন্দ্রীয়বাহিনী থাকবে না। তৃণমূল থাকবে। তখন কে কোথায় থাকবে দেখা যাবে। তার ওই বক্তব্য প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন,' পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে থাকবে না অন্য কোথাও থাকবেন সেটা ঠিক করুক। ভোটে মানুষ ঝামা ঘষে দিয়েছে। বসিরহাটে মহিলারা বুঝিয়ে দিয়েছে, তৃণমূলের দিন শেষ।' এদিন মমতা ব্যানার্জীর ইন্ডি জোটের নেতৃত্ব দেওয়াকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেছেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন,' উনি যদি জনপ্রিয় নেত্রী, তাহলে ২-১ টা রাজ্যে সভা করতে যেতে পারতেন। কেউ ডাকছেন না। কেন ডাকছেন না?' তিনি বলেন, ' ২০১৯ লোকসভার আগে ব্রিগেডে অনেক দলের নেতাদের ডেকে সভা করেছিল মমতা ব্যানার্জী। তারপর সেসব অনেক দলই উঠে গেছে। লালুপ্রসাদের ছেলে কোথায়? অখিলেশ কোথায়? উদ্ধব ঠাকরে কোথায়? সিপিএম পশ্চিমবঙ্গে শুন্য হয়ে গেছে। উনি যেখানে যাবেন, সেখানে সেই দল শুকিয়ে যাবে। উনি যার মাথায় দিয়েছেন হাত, তারাই খেয়েছেন জেলের ভাত।' সন্দেশখালি মামলা আদালতে জোর ধাক্কা খেয়েছে রাজ্য। সেপ্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন,' ৪ জুনের পর আরও বড় ধাক্কা খাবে তৃণমূল।':সবে শেষ রাজ্যে তৃণমূল ক''টা আসন পাবে প্রশ্ন করা হলে দিলীপ ঘোষ বলেন,' তৃণমূল মার্কেটে নেই। ২০১৯ সালে এক ডজন সিট কমেছিল, এবার আরও এক ডজন কমবে।'

পিতা - পুত্র রক্তাক্ত

● প্রথম পাতার পর

কল্যাণপুর থানা চত্বরে দাঁড়িয়ে আহত এবং রক্তাক্ত বিষ্ণুপদ দাবি করেছে বিগত কিছুদিন আগে নাকি খাদ্য দপ্তরের তরফ থেকে অভিযান চালিয়ে প্রদীপ সরকারের দোকান থেকে অবৈধভাবে মজুদ করে রাখা পেট্রোপণ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদীপ সরকারের নাকি অনুমান খাদ্য দপ্তরের কর্তাদের এই সংবাদ দেওয়ার পেছনে কোন না কোন ভাবে বিষ্ণুপদের অবদান রয়েছে। এই বিষয়ে বচসা থেকে সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বলে বিষ্ণুপদ সরকার অভিযোগ করেছেন।

সে আরো জানিয়েছে তার উপর যখন আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে তখন তার সাথে থাকা তার বাবা স্বপন সরকার এবং তার মাও অল্পবিস্তার আহত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিষ্ণুপদ সরকারের তরফ থেকে কল্যাণপুর থানায় সুকুমার সরকার ,সঞ্জিত সরকার , সুকুমার সরকার, প্রদীপ সরকার, , শঙ্কর সরকার , প্রদীপ সরকার এবং রানা সরকারের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও এলাকা সূত্রে খবর আপাত দৃষ্টিতে এই ঘটনার পেছনে দুই পরিবারের মধ্যে বচসা সামনে থাকলেও এর পেছনে কোন না কোন ভাবে অবৈধ উপায়ে পেট্রো পণ্যের ব্যবসা করার পাশাপাশি অবৈধভাবে কারেন্টের জাল ব্যবহার করে মাছ চুরির ঘটনা রয়েছে। ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

করতে ব্যর্থ বনদপ্তর

● প্রথম পাতার পর

উদ্বাস্তরা। তাদের একটা সুনির্দিষ্ট সমাধান চেয়ে বসে আছে মুখ্যমন্ত্রীর দিকে। এরা বাংলা ভাষাভাষীর মানুষ হলেও তাদেরকে অন্নবস্ত্র বাসস্থান দেওয়ার যে সরকারি নিয়ম তা থেকে যাতে তাদের বঞ্চিত না করা হয় সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে উদবস্তুরা।

অটো উল্টে চালকের মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

যান। দমকলকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে দয়ারাম পাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থা আশংকাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করে। শেষ পর্যন্ত জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মাত্র মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি।

রাজ্যের অংশ গোয়েল

● প্রথম পাতার পর

অংশ গ্রহণকারীরা তাদের পরামর্শদাতাদের নির্দেশ অনুযায়ী ওপেন সোর্স সংস্থায় ১২ সপ্তাহের অধিক সময়ের জন্য প্রোগ্রামিং প্রকল্পে কাজ করে। অধ্যাপক অভয় কুমার আরও জানান, জিএসওসি হল উচ্চাকাঙ্ক্ষী কম্পিউটার ডেভেলপার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক ক্ষেত্র, বিশ্বের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ বছর বা তদূর্ধ বয়সের শিক্ষার্থীরা এতে আবেদন করতে পারে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের গুগল ১, ৫০০ থেকে৩,৩০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত স্টাইপেন্ড দেয়। তাছাড়া, এঅভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলিতে ইন্টার্নশিপ এবং চাকরির সম্ভাব্য সুযোগ সহ অসাধারণ অভিজ্ঞতা এবং নেটওয়ার্কিংয়ের বিরাট সুযোগ তৈরী করা যায়।

নেওয়ার চেষ্টা যুবকের

● প্রথম পাতার পর

এবং নাবালিকা গৃহবধূকে নিয়ে বিশালগড়স্থিত সিপাহীজলা জেলার চাইল্ড লাইন অফিসে নিয়ে আসার জন্য বলে। সেই অনুসারে নাবালিকা গৃহবধূর স্বামী সহ তার বাবার বাড়ির লোকজন তাকে নিয়ে শুক্রবার দুপুরে চাইল্ড লাইন অফিসে আসে। চাইল্ড লাইনের কর্মীরা সিদ্ধান্ত নেয় যে নাবালিকা গৃহবধূকে সরকারিভাবে হোমে পাঠানোর জন্য। সেই অনুসারে শুক্রবার বিকেলে নাবালিকা মেয়েটিকে চাইল্ড লাইনের কর্মীরা আগরতলায় সরকারি হোমে নিতে নাবালিকা গৃহবধুটিকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে মেডিকেল টেস্ট করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় সোহেল হোসেন নামে ওই যুবকটি একাধিকবার চাইল্ড লাইনের গাড়ি থেকে নাবালিকা গৃহবধুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। পরে নাবালিকা গৃহবধূর স্বামী স্বপন মিয়া ওই যুবকটিকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের সামনে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়।

এই ঘটনায় চাইল্ড লাইনের কর্মীদের পক্ষ থেকে খবর দেওয়া হয় বিশালগড় মহিলা থানায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ। পুলিশের চেষ্টায় নাবালিকা গৃহবধূকে পাঠানো হয় সরকারি হোমে। আহত সোহেল হোসেন এবং তার বন্ধুকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার পর বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। শুক্রবার রাতে এই ধরনের ঘটনায় বিশালগড়স্থিত সিপাহীজলা জেলার চাইল্ড লাইনের কর্মীরা সোহেল হোসেন সহ তার বন্ধুর বিরুদ্ধে বিশালগড় মহিলা থানায় লিখিত মামলা দায়ের করে। শুক্রবার রাতেই বিশালগড় মহিলা থানা থেকে সোহেল হোসেন এবং তার বন্ধুকে শর্ত সাপেক্ষ জামিনে মুক্ত করে। তবে শুক্রবারের এই ধরনের ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীরা সোহেল হোসেন এবং তার বন্ধুর শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

দুর্ঘটনার পর গাড়ি ফেলে রেখে নেশা সামগ্রী নিয়ে পালিয়ে যায় চালক

বিশালগড়, ১৮ মে: গোকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায় ইকো গাড়িকে ধাক্কা মেরে বিশালগড় থানার মূল ফটকের সামনে গাড়ি ফেলে রেখে পালিয়ে যায় চালক।

জানা গিয়েছে, টি আর ০১ বিপি ০৭৮০ নাম্বারের একটি হুন্ডাই কোম্পানির গাড়ি বিশালগড় গোকুলনগর রাস্তারমাথা এলাকায় একটি ইকো গাড়িকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে এবং ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত গতিতে পালিয়ে যাওয়ার পথে পুলিশের ভয়ে বিশালগড় থানার সংলগ্ন শ্রী শ্রী দক্ষিণেশ্বরী কালীবাড়ি সামনে আগরতলা বিশালগড় সড়কে গাড়ি ফেলে রেখে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় চালক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেন।

বর্তমানে গাড়িটি বিশালগড় থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। চালক গাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার পথে একটি ব্যাগ নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায় অনেকে ধারণা করছেন এই ব্যাগের মধ্যে বিভিন্ন নেশা জাতীয় সামগ্রী রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ হয়তো পুলিশ গাড়িটি আটক করলে চালককেও আটক করতে হবে আর চালককে আটক করলে সেই নেশা জাতীয় সামগ্রী পুলিশের হাতে ধরা পড়বে সেই ভয়ে গাড়ি ফেলে রেখে সমস্ত নেশা সামগ্রী নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে চালক পালিয়ে যায়।

পিষ্ট হয়ে মৃত্যু যুবকের

● প্রথম পাতার পর

আসা একটি যাত্রীবাহী বাস সম্রাটের বাইকে ধাক্কা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাটের মাথা চলে যায় বাসের পেছনের চাকার নিচে। চাকার নিচে পড়ে গিয়ে সম্রাট ওরাং এর মাথা সম্পূর্ণ ভাবে থেঁতলে গিয়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়।সাথে সাথে সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে আমতলী থানায় ও দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন। দমকলকর্মীরা বাইক চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। পরে সম্রাট ওরাং এর মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ উদ্ধার করে হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়ে দেয়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সম্রাট ওরাং এর পরিবারের লোকজন হাসপাতালে ছুটে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

এদিকে খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন কমলা সাগরের বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব। এলাকার বিধায়িকা সম্রাট ওরাং এর এই অকাল মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। এদিকের সম্রাট ওরাং এর পরিবারের পক্ষ থেকে ঘাতক বাস চালকের বিরুদ্ধে আমতলী থানায় লিখিত আকারে মামলা দায়ের করেছেন। যদিও বাস চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গিয়েছে কিন্তু পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তাকে গ্রেফতারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাস ও বাইক আমতলী থানার হেফাজতে রাখা হয়েছে।

সিপিআইএমের ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

মতো জ্বালানির তীব্র সংকট প্রত্যক্ষ হশয়েছপ। এ ধরনের সংকট নতুন নয়। তাই কমিটির পক্ষ থেকে দশ দফা দাবি জানানো হয়েছে।

সেগুলি হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জব কার্ড হোল্ডারদের পর্যাপ্ত সংখ্যক কাজ দেওয়দ হোক। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমজীবী লোকদের বিভিন্ন লাইন বিভাগে কাজ দেওয়া হোক, দারিদ্র্যপীড়িত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ করা হোক, শীঘ্রই আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা এবং বস্তি এলাকা সহ গ্রামীণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে।

আহত কুড়ির বেশি

● প্রথম পাতার পর

জন্য এগিয়ে আসেন। পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। কিছু ক্ষণের মধ্যেই দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে যায়। নিয়ন্ত্রণে আনা হয় আগুন।

স্থানীয় বিধায়ক আফতাব আহমেদ বলেছেন, 'অত্যন্ত বেদনাদায়ক দুর্ঘটনা, দুঃখজনক এবং হৃদয় বিদারক ঘটনা। ভক্তরা বৃন্দাবন থেকে ফিরছিলেন। বাসটিতে আগুন লেগে যায় এবং বৃদ্ধ, মহিলা এবং শিশু-সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।' আহতদের মধ্যে একজন মীনা রানী বলেছেন, 'আমরা বৃন্দাবন থেকে ফিরছিলাম। কীভাবে আগুন লেগেছে তা আমরা জানি না। ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। বাসে ৬৪ জন ছিলেন।'

অবরোধে তপ্ত বাইখোড়া

● প্রথম পাতার পর

বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। ওই সব অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হলে তাঁর বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

ক্রীড়াঙ্গন

সেন্ট পলস স্কুলকে হারিয়ে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় কো-ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়।

এর সুবাদে আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটের মূলপর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে। টিসিএ আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগ পর্যায়ের খেলা চলছে। ২২ মে অনুষ্ঠিত হবে কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা। তিনদলীয় গ্রুপ জি থেকে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র পেয়েছে।

শনিবার দুপুরে নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য ম্যাচ শুরু হতে দেরি হওয়ায় ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৮ করা হয়।

সেন্ট পলস স্কুল নির্ধারিত ৮ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে ৪৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে সোমরাজ দে সর্বাধিক ১৬ রান পায়। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এর রুবল মালাকার ১৪ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে সেন্ট পলস স্কুলকে স্বল্প রানে আটকে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও ছিনিয়ে নেয়। সৈকত দাস এবং সায়ন লোধ একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ৫.৩ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

দলের পক্ষে জয়দীপ দাস অপরাজিত ভূমিকায় সর্বাধিক ২৮ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়।

সাই-এর উদ্যোগে জাতীয় ভলিবলে সিলেকশন ট্রায়ালে অংশ নিতে আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে ভলিবল ইভেন্টের উপর পর পর দুটো সিলেকশন ট্রায়ালের আয়োজন করা হয়েছে। প্রথমটি হবে ২১ থেকে ৩০ মে, হরিয়ানার লাল স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। এক্ষেত্রে রিপোর্ট করতে হবে ২১ মে, সকাল আটটার মধ্যে। একইভাবে ২৭ থেকে ২৯ মে বেঙ্গালুরুতে নেতাজি সুভাষ সাউদার্ন সেন্টার মাইশুর রোডে সাই-এর নেতাজি সুভাষ সাউদার্ন সেন্টারে সিলেকশন ট্রায়াল হবে। এক্ষেত্রেও রিপোর্ট করতে হবে ২৭ মে সকাল আটটার মধ্যে। খেলোয়ারদের বয়স হতে হবে অনূর্ধ ২৩ অর্থাৎ জন্ম তারিখ ২০০০ সালের পর। বলা বাহুল্য, এই সিলেকশন ট্রায়ালে অংশ নিতে খেলোয়াড়দের কোনও রকম যাতায়াত এবং রাহা খরচ দেওয়া হবে না। এক্ষেত্রে নিজেদের তা বহন করতে হবে। ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকরী সম্পাদক চন্দন সেন এক বিবৃতিতে উপযুক্ত সকল ভলিবল খেলোয়াড়দের সিলেকশন ট্রায়াল দুটোতে অংশ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দিরকে হারিয়ে নিউ হিন্দি স্কুল মূল পর্বে পৌঁছুলো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিউ হিন্দি স্কুলের লাগাতর জয়। তিন দলীয় গ্রুপে পরপর দুই ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে নিউ হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলও মূল পর্বে অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড় পত্র অর্জন করে নিয়েছে। শনিবারের ম্যাচে নিউ হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল ৯ রানের ব্যবধানে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির কে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় ম্যাচে জয়ী হওয়ার সুবাদে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের স্বীকৃতি পেয়েছে। গ্রুপ এইচ থেকে নিউ হিন্দি স্কুল শেষ আটে খেলবে। বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে বেলা একটার ম্যাচ প্রায় দেড় ঘন্টা দেরিতে শুরু হওয়ায় ওভারসংখ্যা কমিয়ে ১০ করা হয়েছিল। প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুবিধা পেয়ে নিউ হিন্দি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল সীমিত ১০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৮৯ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে যোগ প্রীতম দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরমেন্স দেখিয়ে ৫০ রান সংগ্রহ করে দলকে ভালো স্কোর সংগ্রহ করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতারও পায়। ২৮ বল খেলে ছটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫০ রান সংগ্রহ করে।

প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দিরের শুভজিৎ দত্ত ৯ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির ৬ উইকেট হারিয়ে ৮০ রান সংগ্রহ করতেই নির্ধারিত ১০ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে জিৎ কুমার দাস ২২ রান এবং শুভজিৎ দত্ত ২১ রান সংগ্রহ করে চেষ্টা করলেও শেষ রক্ষা করতে পারেনি। নিউ হিন্দি স্কুলের শিবমশিবম দুটি এবং হর্ষ বনসাল একটি উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সুবাদে যোগ প্রীতম পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতার।

বৃষ্টিতে দুটি ম্যাচ পরিত্যক্ত, শ্রীকৃষ্ণ মিশন ও হলিক্রস স্কুল কোয়ার্টার ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টুর্নামেন্টের দুটি ম্যাচ বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এর খেলা চলছে। নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে উমাকান্ত একাডেমী বাংলা মিডিয়াম স্কুল এবং শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল এর ম্যাচটি পরিত্যক্ত হয়েছে। একই সময়ে বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল মাঠে বেলাবর স্কুল ও ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুলের মধ্যে ম্যাচটিও বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়েছে। স্বাভাবিক কারণে দুটি ম্যাচের চারটি দল ২ পয়েন্ট পেয়েছে। দুটি গ্রুপের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হওয়ায় আখেরে গ্রুপ এফ থেকে হোলি ক্রস স্কুল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। এদিকে গ্রুপ ই থেকে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল ছাড়পত্র পেয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার। গ্রুপ এফ থেকে হোলি ক্রস স্কুল প্রথম খেলায় বেলাবর স্কুলের সঙ্গে ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায় ২ পয়েন্ট পেয়েছিল। দ্বিতীয় ম্যাচে ডঃ আম্বেদকর স্কুলকে ৫৭ রানে পরাজিত করেছিল। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল প্রথম ম্যাচে বরদোয়ালি স্কুলকে ৯ উইকেটে পরাজিত করেছিল। শনিবারে দ্বিতীয় ম্যাচটি পরিত্যক্ত হওয়ায় ২ পয়েন্ট পেয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

শনিবার রাজ্যের একটি সামাজিক সংস্থার বর্ষপূর্তি পালন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।

অবলম্বন বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

আগরতলা, ১৮ মে : রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বড়জলাস্থিত অবলম্বন বৃদ্ধাশ্রমের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়। আজ থেকে ৩৫ বছর আগে গড়ে উঠেছিল। এরই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেয়র সহ অন্যান্যরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন , আমাদের সমাজে যাতে এ ধরনের বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তুলতে না হয় সেজন্য প্রত্যেক ছেলে মেয়েদের যত্নবান হতে হবে। জীবন যৌবন উজাড় করে দিয়ে মা বাবা সন্তানকে মানুষ করে তোলেন। জীবন ওইসব বৃদ্ধ পিতা-মাতার স্থান হয় বৃদ্ধাশ্রমে। ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এসব বিষয় অনুধাবন করে প্রত্যেক ছেলে মেয়েদের মা-বাবার প্রতি যত্নবান হতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৯ সালে ১৮ মে বড়জলায় গড়ে উঠেছিল অবলম্বন বৃদ্ধাশ্রম। সমাজের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল এই বৃদ্ধাশ্রমটি। আজ দেখতে দেখতে ৩৬ বছরে পদার্পণ করল এই বৃদ্ধাশ্রমটি। ৩৬ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এই সংস্থার সভাপতি মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের স্ত্রী মিলন প্রভা মজুমদারের উদ্যোগে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। সমাজে যেন আর বৃদ্ধাশ্রম গড়ে তুলতে না হয় প্রতিটি বক্তার আলোচনাতে এই বিষয় উঠে আসে।

রাজ্যকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নানা প্রকল্প গ্রহণ

আগরতলা, ১৮ মে : উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ত্রিপুরা ম্যালেরিয়া প্রবণ রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত। ত্রিপুরাকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে নানা প্রকল্প গ্রহণ করে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে হেজামারা এলাকায় বিনামূল্যে জনগণের মধ্যে মশারি বিতরণ এবং এলাকার জনগণের মধ্যে ম্যালেরিয়া রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানিয়েছেন দপ্তরের সচিব কিরণ গীত্যে। উল্লেখ্য, প্রতিবছর ওই রাজ্যে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রাণহানীর ঘটনা ঘটছে এবং বহু মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। বিশেষ করে রাজ্যের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে ম্যালেরিয়ার প্রবণতা বেশি। রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীরাও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। তাতে নিরাপত্তা বাহিনীর জোয়ানদের মধ্যেও আতঙ্ক বিরাজ করছে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই সর্বত্র ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকেও বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে সারা বছরব্যাপী কাজ হচ্ছে।

বিশেষভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ম্যালেরিয়া প্রবন এলাকার মানুষজন যাতে মশারি টাঙিয়ে রাত্রি যাপন করেন সেই জন্যও সচেতন করা হচ্ছে। এমনকি সরকারি উদ্যোগে বিনামূল্যে মশারী বিতরণ করা হচ্ছে। এদিকে রাজ্যকে ম্যালেরিয়া মুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৭ এর মধ্যে ম্যালেরিয়া মুক্ত ত্রিপুরা রাজ্য গড়ার অঙ্গিকারকে সামনে রেখে হেজামারা এলাকায় বিনামূল্যে জনগণের মধ্যে মশারি বিতরণ এবং এলাকার জনগণের মধ্যে ম্যালেরিয়া রয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব কিরন গীত্যে সহ ন্যাশনাল হেলথ মিশনের অধিকর্তা বিনয় ভূষণ দাস সহ দপ্তরের আধিকারিকগণ।

কাজ, খাদ্য,পানীয় জল সহ একাধিক দাবিতে খোয়াইয়ে মিছিল ও গণ ডেপুটেশন

খোয়াই, ১৮ মে: কাজ, খাদ্য, বিদ্যুৎ পরিষেবার মানোন্নয়ন, শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণ, সেচ, আবাসন, পানীয় জল ও জীর্ণ রাস্তাঘাটের দ্রুত সংস্কার সহ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট দাবির ভিত্তিতে রাজ্যব্যাপী সপ্তাহের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সিপিএম। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ জেলা শহর খোয়াইয়ে সিপিএমেট গণ ডেপুটেশন।

এদিনেট মিছিল জেলা শহরের কবিগুরু পার্কের রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় কবিগুরু পার্কে রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে গিয়ে শেষ হয়েছে।সি পি আই (এম)- র প্রতিনিধিদলের সদস্যরা এদিন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাবীসনদের ব্যাখ্যা করে বলেন, গোটা মহকুমা জুড়ে কাজ খাদ্যের সঙ্কট তীব্র আকার ধারণ করেছে।রেগা ও টুয়েপ প্রকল্পের কাজ অপ্রতুল।রেগার কাজের মজুরি বকেয়া তিনটি ব্লকেই।বিরোধী দলের পরিবারের শ্রমিকেরা বৈধ জবকার্ড থাকা সত্বেও সরকারী কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।পানীয় জলের অভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে অনেক পঞ্চায়েত ও এ ডি সি ভিলেজের মানুষজন।সেচের উৎসগুলো বিকল।সংস্কার নেই।নতুন সেচ প্রকল্পও করা হচ্ছেনা।জেলার মুল শহর সহ মহকুমার বিভিন্ন রাস্তাঘাট জরাজীর্ণ অবস্থায়।এগুলোর কোন সংস্কার নেই।বিপর্য্যস্ত বিদ্যুৎ পরিষেবা। তাছাড়া, আবাসন প্রকল্পে সুবিধাভোগীরা কিস্তির টাকা পাচ্ছেন না যথাসময়ে।ফলে ঘর তৈরি করতে তারা অসুবিধার সম্মুখীন। প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক ও নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে জেলা হাসপাতালে বিঘ্নিত হচ্ছে চিকিৎসা পরিষেবা। সামাজিক প্রকল্পের ভাতার টাকা পাচ্ছেন না সুবিধাভোগীরা।ভাতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে বিরোধী দলের সমর্থক পরিবারের লোকজনদের।শিক্ষক স্বল্পতার জন্য পঠন পাঠন লাটে উঠেছে মহকুমার বিভিন্ন স্কুলে।জেলা শহরে ভেঙে পড়েছে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যাবস্থা।বিপর্য্যস্ত জল নিকাশী ব্যাবস্থা।ফলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হচ্ছে শহর সহ শহরতলীতে।উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় এ ডি সি র কোন ধরনের উন্নয়নের কাজ নেই।

কদমতলা পঞ্চায়েতে বড় ধরনের ঘোটালা প্রতিবাদে বিরোধীদের আন্দোলন ঘোষণা

কদমতলা, ১৮ মে: কদমতলা পঞ্চায়েতে বড় ধরনের ঘোটালা। গরীবদের বঞ্চিত করে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়াম্যান ঘরে তোলেছে পাঁচটি সামাজিক ভাতা। বিরোধীদের আন্দোলন ঘোষণা। উত্তর জেলার কদমতলায় ই দানিং কালের সবচেয়ে বৃহৎ কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে এসেছে। এই কেলেঙ্কারির মূল নায়ক কদমতলা পঞ্চায়েত সমিত সুব্রত দেব। এই কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসার কারণে বিরোধীরা কোমর বেঁধে মাঠে নামার ঘোষণা দিয়েছে। শুধু বিরোধী দল নয় শাসক দলের একটি গোষ্ঠী পঞ্চায়েত সমি তির চেয়ারপারসনের পদ থেকে সুব্রত দেবকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছে। সামাজিক ভাতা প্রকল্প এলাকার পাঁচজন প্রকৃত গরিবদের বাদ দিয়ে নিজের পরিবারের পাঁচ জনের নামে ইতিমধ্যেই ভাতা তুলে নিয়েছেন।এই কেলেঙ্কারি করতে গিয়ে পঞ্চায়েত সমি তির চেয়ারপারসন তালিকার জালিয়াতি করেছেন। বৈধ তালিকায় সঞ্জয় দাস পিতা সমর দাস, শ্রীমতি প্রভাবতীনাথ স্বামীর নন্দলাল নাথ, ইসলাম উদ্দিন পিতা খালেক মিয়া, বদরুল হক পিতা রবিউল রহমান, তাপস ভট্টাচার্য পিতা সুব্রত ভট্টাচার্য এই পাঁচ জনের নাম ছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতির চার শতাংশ এই পাঁচ জনকে বাদ দিয়ে পাঁচজনের নাম অন্তর্ভুক্ত করে ভাতার টাকা লুটে নিয়েছেন। চূড়ান্ত ভাতার তালিকার ১৭১ নম্বরে রয়েছে সুব্রত দাস পিতা সুধাং শু দাস, ১৭০ নম্বরে চেয়ারমে নের স্ত্রী শিলা রানী দেব।১৬৯ নম্বরে চেয়ারম্যানের কনিষ্ঠ ভাতার সত্যব্রত দেব,১৬১ ছোট বোন রঞ্জিতা এবং ১৬০ অনুপ কুমার সেনের নাম রয়েছে।

সুব্রত বাবু নিজে কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন এবং এলাকায় অবস্থাবান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। ছোট ভাই সত্যব্রত দেব বৃহৎ ঠিকাদার। শুধু তাই নয় মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক ভাতা প্রক ল্প সহ বহু অনিয়মের কাহিনী রয়েছে।এই বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার সাথে সাথে প্রায় ভূমি কম্প শুরু হয়েছে।রাজ্য সর কারের চিন্তাধারাকে সমিতির চেয়ারপারসন চ্যালেঞ্জের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। রাজ্য সরকারের চিন্তাধারা অনুসারে গরীব দুঃস্থ,বৃদ্ধ ,স্বামী পরিত্যা ক্তা দের বাঁচার স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক ভাতা প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সে অনুসারে গ্রামে গ্রামে শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক ভাতা প্রকল্পের কাজ । রাজ্য সরকারের এই চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের প্রতিটি গ্রামের গরীব দুঃস্থ ভোক্তারা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছে এবং পেয়ে চলছেও । সেক্ষেত্রে উল্টা চিত্র ধরা পড়েছে উত্তর জেলার কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতে। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক ভাতা প্রকল্পের ভোক্তা দের হিসেব করে তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। সেই মোতাবেক কদমতলা পঞ্চায়ে তের সিদ্ধান্ত অনুসারে মোট ২৫ জনের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে নথিভুক্ত তালিকায় ২৫ জনের মধ্যে কুড়ি জনের নাম ঠিক থাকলেও বাকি ৫ জনের নাম পরিবর্তন করা হয়। গ্রামের গরীব দুস্থ যোগ্যদের বাদ দি য়ে পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ার নিজের নাম সহ পরিবারের ৫ জন সদস্যের নাম নথিভুক্ত করেছেন। স্বাক্ষর করেছেন চেয়ারম্যান সুব্রত দেব।

এখানে প্রশ্ন হল তিনি একজন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়াম্যান অর্থাৎ সরকারি কর্মী হয়ে অর্থাৎ সরকারি ভাতা প্রাপক হয়ে কি করে ওই ৫ জনকে বঞ্চিত করে উনি সহ উনার পরিবারের ৫ জন সদস্যের নাম ওই তালিকায় নথিভুক্ত করেন। চেয়ারম্যানের কেলেঙ্কারি এখানেই শেষ নয়। আরো তথ্য সামনে এসেছে যেমন ১) নিজের আপন ভাই সজল দেব কে রেশন সোপ পাইয়ে দেওয়া , ২) নিজের এক আত্মীয়ের নামে ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট থেকে নতুন বাস নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করা , ২) ব্লকের বিভিন্ন নির্মাণ কাজ শুধু নিজের ভাই ও মুষ্টিমেয় কিছু সাত গের দের কমিশনের মাধ্যমে দিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ৩) কদমতলা হাসপাতালের উচ্ছ্ব এর চেয়ারম্যান হওয়ার কারনে হাসপাতালের বিভিন্ন নির্মাণ কাজ নিজের ভাইকে দেওয়া ও অনেক ভুয়ো বিল বানিয়ে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ , ৪) তৎসংঙ্গে কদমতলা হাসপাতালে আয়ুষমান ভারতের আওয়তায় ১৮ এর আগের এক কার্যকরতাকে চুক্তিবদ্ধ চাকরি বাতিল করে নিজের এক আপন ভাই এর মেয়ে কে পাইয়ে দেওয়া ৫) কদমতলা কানপাতলে ভিটা বন্টন নিয়ে চয়ারম্যান সুব্রত দেবের ব্যপক দুর্নীতি বহু চর্চিত ৫) ছঞ্চঞ্চ চাকরি নিজের এক আপন বাগিনা কে পাইয়ে দেওয়া , ৬) নিজের ছেলেকে বর্তমানে কোন এক সরকারি প্রজেক্ট এর মাধ্যমে চুক্তিবদ্ধ কাজ পাইয়ে দেওয়া ২)কদমতলায় বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের নির্মিয়মান কাজ থেকে পার্টির নাম করে তুল্লা আদায় করে আত্মসাত করার অভিযোগ এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে। শাসকদের একটি অংশ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

গাঁজা ব্যবসায়ী পুলিশের জালে

আগরতলা, ১৮ মে : গোপন সূত্রের ভিত্তিতে এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৩৩ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে মেলাঘর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে মেলাঘর বানিয়াছড়া ঝরঝরিয়ার বিখ্যাত গাঁজা ব্যবসায়ী সঞ্জয় বিশ্বাসের বাড়িতে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা মজুত রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে সঞ্জয় বিশ্বাসের বাড়ি থেকে ৩৩ কেজি শুঁকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

ধর্মনগরে শুরু হচ্ছে কলা মন্ডলের শ্যামের বাঁশি

আগরতলা, ১৮ মে : উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে ৩৮ তম বর্ষ উপলক্ষে কলা মন্ডলের আগামী ২০ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত শুরু হচ্ছে কলা মন্ডলের শ্যামের বাঁশি। কলা মন্ডল ত্রিপুরা রাজ্যের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নাম। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক জগতের এক পরিচিতি নাম কলা মন্ডল। আগামী ২০ মে থেকে পহেলা জুন পর্যন্ত যাদের বিশেষ অনুষ্ঠান শ্যামের বাঁশির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কলা মন্ডলের সর্বাধিনায়ক সন্তোষ সূত্রধর জানিয়েছেন, এই শ্যামের বাঁশি অনুষ্ঠানের প্রথম ২০ মে মাস থেকে ২৪ মে পর্যন্ত চলবে লোকনৃত্যের কর্মশালা। এই কর্মশালাতে প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্য গুরু শিলচরের সৌমিত্র শংকর চৌধুরী। ২৭ মে থেকে ১ জুন পর্যন্ত চলবে কত্থক নৃত্যের কর্মশালা এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসাবে যোগদান করছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নিউ দিল্লি থেকে পন্ডিত কিষাণ মোহান মহারাজ এবং শ্রীমতি মিনুগারু। ৩০ মে এবং পহেলা জুন ধর্মনগর বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে মঞ্চস্থ করে তাদের শিল্প এবং যারা শিল্পীর তারা শৈল্পিক নির্দেশনে নির্দেশিত হয়েছে তাদের দ্বারা শৈল্পিক নিদর্শন। এই অনুষ্ঠানে আগরতলা, কমলপুর ,কৈলাশহর পানিসাগর, ছৈলেংটা,কাঞ্চনপুর , শিলচর এবং নিউ দিল্লী থেকে শিল্পীরা যোগদান করবেন।

উমাকান্ত একাডেমিতে গণনা কেন্দ্র পরির্দশনে গেলেন রিটার্নিং অফিসার বিশাল কুমার

আগরতলা, ১৮ মে : গনণার দিন ভোট কেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমিতে গণনা কেন্দ্র পরির্দশনে গিয়ে একথা জানিয়েছেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক তথা লোকসভা নির্বাচনের পশ্চিম ত্রিপুরা রিটার্নিং অফিসার ডাক্তার বিশাল কুমার। তিনি বলেছেন, আগামী ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা হবে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমিতে। গণনাকে কেন্দ্র করে সব ধরণের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে কথা হয়েছে। তারা কাউন্টিং এজেন্টদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। একটি রাজনৈতিক দলের ১৫০ থেকে ১৭০ জন কাউন্টিং এজেন্ট ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে ভোট গণনার দিন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ৯জন প্রার্থীর কাউন্টিং এজেন্ট মিলে প্রায় ১০০০জন এজেন্ট থাকবেন। তাছাড়া, সবকটি মহকুমাতে কাউন্টিং সুপারভাইজার এবং কাউন্টিং এসেসমেন্ট, মাইক্রো অবজারভারদের প্রশিক্ষণ দেওয়া শেষ হয়েছে।

সাথে তিনি আর জানিয়েছেন, সমস্ত নিরাপত্তার মধ্যে ইভিএম মেশিনগুলিকে রাখা হয়েছে। গণণার দিন ভোট কেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্রে জোরদার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু

আগরতলা, ১৮ মে : ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেসের সাংগঠনিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রাজ্যের প্রতিটি জেলা ও ব্লক এলাকা সফর করে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের সঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস দল প্রতিটি কেন্দ্রেই প্রতিদ্বন্দিতা করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি শুরু করেছে। এজন্য জেলা ব্লক এবং বুথ পর্যায়ের নেতৃত্বদের নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আজ লোকসভা নির্বাচনের পর্যালোচনা, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতি, ভোটার তালিকার কাজ সম্পূর্ণ করা, বিভিন্ন সাংগঠনিক স্তরের পরিবর্তন সহ বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে সদর জেলার অন্তর্গত বামুটিয়া, বরজলা, প্রতাপগড়, বাধারঘাট, সূর্যমনিনগর এই পাঁচটি ব্লকের নেতৃত্বদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে বৈঠক করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা। উপস্থিত ছিলেন এসসি সেলের চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সরবানী ঘোষ চক্রবর্তী, প্রদেশ কংগ্রেস সাধারন সম্পাদক মিলন কর, প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক জয়দীপ রায় বর্মন, সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায়, সদর জেলা মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী রূপা রায় দাস।

ব্যাংক পরিষেবা গ্রহণ করতে গিয়ে গ্রাহকদের হয়রানীর শিকার

আগরতলা, ১৮ মে : ব্যাংক পরিষেবা গ্রহণ করতে গিয়ে গ্রাহকরা হয়রানীর শিকার হচ্ছেন। তাতে গ্রাহকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। যে কোন সময় ক্ষোভের বহির প্রকাশ ঘটতে পারে।

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণে জানা যায়, কাঞ্চনপুর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক শাখায় গ্রাহক পরিষেবা লাঠে উঠেছে।ব্যাঙ্ক কর্মীদের নিত্য হয়রানির শিকার হচ্ছেন সাধারণ ব্যাঙ্ক গ্রাহকরা। ফলে প্রতিদিন পিএনবি কাঞ্চনপুর শাখার গ্রাহরা ব্যাঙ্ক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। সারা দেশের মধ্যে সুনামধন্য ব্যাঙ্ক পরিষেবার তকমা রয়েছে পিএনবির। কিন্তু কাঞ্চনপুর পিএনবি গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে সম্পুর্ন বিপরীতে অবস্থান করছে বলে অভিযোগ উঠছে। নানা তালবাহানায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীনও হচ্ছেন গ্রাহকরা। স্থানীয় ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের অভিযোগ প্রতিদিন নতুন একাউন্ট খোলা কিংবা লোন সংক্রান্ত বিষয়ে সবসময় নানা অজুহাতে এড়িয়ে চলেন ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। মাসের পর মাস ব্যাঙ্কের দোয়ারে এসেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

লোনের আবেদন কারীদের নানান কাগজ জমা দিতে বলেন।দেখা গেছে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট দেওয়ার পর মাসের পর মাস সময়ের অজুহাতে লোন দেওয়া হয় না। ফলে লোনের জন্য বিভিন্ন ডকুমেন্ট নির্দিষ্ট সময়ে জমা দেয়ার পর সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু লোন মেলে না। পরবর্তীতে লোনের জন্য দাবি জানালে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ পুনরায় ডকুমেন্ট জমা দিতে বলেন। অভিযোগ, সরকারি লোনের ক্ষেত্রেও নানা অজুহাতে হয়রানি হতে হচ্ছে বেকারদের।সব থেকে বড় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ঠিকাদারদের। কেননা, সরকারি নিয়মে রাজ্যের পূর্ত আইন অনুযায়ী কোন ঠিকাদারকে কাজের বরাত দিতে হলে নির্দেশের দশ দিনের মধ্যে উল্লেখিত অর্থের ব্যাঙ্ক গ্যারেন্টি দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে শাস্তি মুলক ভাবে দপ্তরকে অতিরিক্ত অর্থ জমা দিতে হয়। কিন্তু কোন ঠিকাদার ব্যাঙ্ক গ্যারেন্টির জন্য পিএনবি কাঞ্চনপুর শাখায় গেলে শুরুতেই ব্যাঙ্ক কর্মীর অভাব বলে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক গ্রারান্টি দিতে সম্মত হলেও নির্দিষ্ট সময়ে দিচ্ছেন না। এবিষয়ে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ কখনো বলছেন আগরতলা প্রধান অফিস থেকে অনুমতি নিতে হবে। কখনো বলেন নেট নেই। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাঙ্ক গ্যারেন্টি না দিতে পারায় অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে লুকসানের শিকার হচ্ছেন ঠিকেদাররা। এছাড়া সিসি একাউন্ট খোলার ক্ষেত্রেও খুবই তালবাহানার শিকার হচ্ছেন গ্রাহকরা।দেখা যাচ্ছে বর্তমান সময়ে গতির সঙ্গে পরিষেবা দিতে ব্যার্থতার নজীর সৃষ্টি করছেন কাঞ্চনপুর পিএনবি শাখা। অথচ সারা দেশেই ব্যাঙ্ক পরিষেবার ক্ষেত্রে বহু সুনাম রয়েছে পিএনবির।এক সময় কাঞ্চনপুরের পিএনবি শাখাও গ্রাহকদের পরিষেবার ক্ষেত্রে অনেক প্রসংশা কুড়িয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এক বছর যাবত পরিষেবার লাঠে ওঠেছে।তাই বাধ্য হয়ে গ্রাহকরা বিকল্প ব্যাঙ্কের অনুসন্ধান করছেন। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক ঊর্ধতন ও কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে কাঞ্চনপুরে গ্রাহক সংখ্যা হ্রাস পেতে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবেই কাঞ্চনপুর পিএনবি শাখায় এ ধরনের অরাজকতার পরিবেশ কায়েম হয়েছে বলেও অভিযোগ।

আগরতলা রেল স্টেশনে চার বাংলাদেশি আটক করেন শনিবার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।